জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

২৫২৫ কোটি দাবি

বাংলার ২৫২৫ কোটি টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রক। বকেয়া টাকার দাবিতে বুধবার জলশক্তিমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করল তৃণমূলের ১০ সদস্যের প্রতিনিধি দল। দাবি দ্রুত মেটাতে হবে পাওনা

থমকে গেল শীত

উত্তর-পশ্চিম ভারতে পশ্চিমি ঝঞ্ঝার ফলে থমকে শীত। দিন-রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়বে। আগামী কয়েক দিন পারদ নামার সম্ভাবনাই নেই। উত্তরের পার্বত্য এলাকায় কুয়াশার প্রভাব থাকবে।

পানিহাটির কাউন্সিলর অনুপম দত্ত খুনে যাবজ্জীবন ৩ দোষীর

যুবভারতীর ঘটনায় সিট-এর সদস্য বেড়ে আট, শুরু তদন্ত

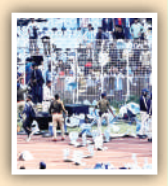

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ২০৩ ● ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ ● ২ পৌষ ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 203 ● JAGO BANGLA ● THURSDAY ● 18 DECEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

নেতাজি ইনডোর। বুধবার। ব্যবসায়ী সম্মেলনের উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্যবসায়ী সম্মেলনে ৩ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

- কলকাতা-শিলিগুড়ি ট্রেড অ্যান্ড এক্সপোর্ট ফেসিলিটি সেন্টার
- বিজনেস টু বিজনেস হাব
- পশ্চিমবঙ্গ ট্রেডার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড

চালু হচ্ছে স্টেট পোর্টাল

প্রতিবেদন : ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসাই বাংলার অর্থনীতির মেরুদণ্ড। এই শিল্পে বাংলা এখন শীর্ষে। বক্তা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার নেতাজি ইনডোরে ব্যবসায়ীদের সম্মেলনে গিয়ে একগুচ্ছ ঘোষণা-সহ আরও বেশি করে তাঁদের পাশে থাকার কথা বলেন তিনি। রাজ্যে এই ব্যবসায়ীদের প্রসার বাড়াতে ও আর্থিক-সূচকে এই সেক্টরকে চাঙ্গা করতে তিন নয়া ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর মধ্যে রয়েছে : ১. কলকাতা ও শিলিগুড়িতে ট্রেড এবং এক্সপোর্ট সেন্টার গড়বে রাজ্য, ২. বিজনেস টু বিজনেস হাব। ৩. পশ্চিমবঙ্গ ট্রেডার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড তৈরি করে দিচ্ছে রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ট্রেডার্সের স্থায়ী ও অত্যাধুনিক এক্সপোর্ট সেন্টার থেকে ব্যবসায়ীরা তাঁদের পণ্য বিক্রি করতে পারবেন। বিজনেস হাবগুলি প্রশিক্ষণ-সহ অন্যান্য কাজও করবে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ ট্রেডার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের নানা কার্যকলাপ, সমস্যার সমাধান হবে। প্রতি মাসে বৈঠকে বসে সমস্যার সমাধান করবেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, এখানে 'সিঙ্গল উইন্ডো ইন্টারফেস' হবে। যেখানে ব্যবসা-সংক্রান্ত কোনও সমস্যা নিয়ে এলে দ্রুত সমস্যার সমাধান (এরপর ৩ পাতায়)

বিজেপিকে অভিষেকের কটাক্ষ

দেড় কোটি রোহিঙ্গা বাংলাদেশি কোথায়

প্রতিবেদন : বিজেপি তো গলাবাজি করে বলেছিল বাংলায় এক কোটি, দেড় কোটি রোহিঙ্গা আছে, অগণিত বাংলাদেশি নাগরিক আছে। তারা কোথায় গেল? এবার জবাব দিক বিজেপি। বুধবার দিল্লিতে সংসদ ভবনে দাঁড়িয়ে এবং কলকাতায় ফিরে একযোগে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজেপিকে। এসআইআর থেকে অনুপ্রবেশ সমস্যা-সহ একাধিক ইস্যুতে বেছে বেছে বিজেপিকে আক্রমণ শানালেন।

বুধবার সংসদ-চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিষেক বলেন, টার্গেট করে বাংলাকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হচ্ছে। বিজেপি নানা গল্প ফেঁদেছিল। সেইসব গল্প খারিজ করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এখন কোথায় গেল এক কোটি বাংলাদেশি! কোথায় গেল এক কোটি রোহিঙ্গা? এদের বাংলার প্রতি ন্যূনতম সম্মানবোধ নেই। থাকলে বাংলাকে বাংলাদেশের সঙ্গে তুলনা করত না। ১০ কোটি বাংলাবাসীকে যারা অপমান করেছে তাদের এখনই ক্ষমা চাওয়া উচিত। অভিষেক বলেন, তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই তারা বাংলায় ঢুকে পড়েছে, তাহলে প্রশ্ন, পহেলগাঁও বা কাশ্মীরের বর্ডার পেরিয়ে জঙ্গিরা ঢুকছে কীভাবে? সেখানে তো আর তৃণমূল কংগ্রেস নেই! সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন! সেই রাজ্যের পুলিশকে তো আর তৃণমূল চালায় না! যার ব্যর্থতায় জঙ্গিরা ঢুকে এই (এরপর ১০ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

কলম

কলম তুমি সকাল সন্ধে
কেন আমায় ডাকো?
এত কাজের চাপেও তুমি
কেন মনে রাখো?
এখন তো সব কম্পিউটারে
কলমের খবর কে রাখে,
কোথায় তোমার সেই বঙ্কিম আবেগ
শতাব্দীর ক্লান্তিহীন পথ,
শতাব্দী পেরিয়ে গেলেও
হওনি কখনও নীরব।
চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে
তোমার সৃষ্টির আগুন,
তুমিই কৃষ্টি, তুমিই সৃষ্টি
বৃষ্টিতে তুমি ফাগুন।
বারে বারে নতুন অভিজ্ঞতা
নিয়ে এসো কলম বাহারে,
সাহারাতেও তুমি সজীব চেতনা
কলমকে রেখেছ মহান করে।

মা ক্যান্টিনে হঠাৎ মুখ্যমন্ত্রী পরিবেশন করলেন খাবারও

প্রতিবেদন : নবান্ন যাওয়ার পথে আচমকাই এসএসকেএমের মা ক্যান্টিনে হাজির মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। খতিয়ে দেখলেন মা ক্যান্টিনে খাবারের গুণগতমান। কোন পরিবেশে রান্না হচ্ছে, কীভাবে এই ক্যান্টিনে কাজ হচ্ছে, কীভাবে খাবার পরিবেশন হচ্ছে— সব। এরপর তিনি পরিবেশনও করেন। নিজের হাতে মানুষকে খাবার তুলে দিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গী। গরিব মানুষের মুখে অন্ন তুলে দিতে তিনি চালু করেছিলেন 'মা ক্যান্টিন'। এদিন তাঁকে কাছে পেয়ে (এরপর ৩ পাতায়)

শিল্প-বাণিজ্য সম্মেলন আজ

প্রতিবেদন : বাংলা এখন বিনিয়োগের গন্তব্য— এটা এখন প্রমাণিত। বিজিবিএসের (বেঙ্গল বিজনেস গ্লোবাল সামিট) সাফল্য ও লগ্নি-প্রস্তাব এবং তার বাস্তবায়ন প্রমাণ করেছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকার বদলে দিয়েছে বাংলাকে। দেশের তো বটেই বহু বিদেশি সংস্থা এখন বিনিয়োগের লক্ষ্যে বাংলায় আসছে। সেই ধারা বজায় রেখেই প্রতি বছর শিল্প সম্মেলন করেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ ফের শিল্প-বাণিজ্য সম্মেলন হতে চলেছে। হোস্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। আজ ধনধান্য (এরপর ১০ পাতায়)

যুবভারতীর ঘটনা দুঃখজনক কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে সরকার

প্রতিবেদন : যুবভারতীর ঘটনা নিয়ে স্পষ্ট বার্তা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, ঘটনায় উদ্যোক্তা কিংবা আয়োজকদের একাংশের গাফিলতি ছিল। পুলিশ-প্রশাসনের তরফেও যে একটা শৈথিল্য ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। সিট তদন্ত করছে। পুলিশের ডিজি, বিধাননগরের সিপি, যুবভারতীর সিইওকে শো-কজ এবং অপসারণ করা হয়েছে। ক্রীড়ামন্ত্রী নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে অব্যাহতি চাইলে মুখ্যমন্ত্রী তা গ্রহণ করেছেন। ঘটনার এক ঘণ্টার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যমে বাংলার মানুষের কাছে নতজানু হয়ে ক্ষমা চেয়েছেন। দেশে এই ঘটনা বিরল এবং দৃষ্টান্তমূলক। কোনও রাজনৈতিক নেতা এই সৌজন্য দেখাতে পারেন?

অভিষেক বলেন— অস্বীকার করা যায় না, যুবভারতীর ঘটনায় আন্তর্জাতিকস্তরে বাংলার একটা সম্মানহানি হয়তো হয়েছে, বাংলাকে খাটো করেছে কয়েক জনের আচরণ। হেঁট হয়েছে মাথা। নিশ্চিতভাবে এটা কাম্য ছিল না। কিন্তু একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর রাজ্য সরকার কী পদক্ষেপ করছে সেটাও দেখার বিষয়। অন্য রাজ্যের দিকে তাকান। পদপিষ্ট হয়ে একাধিক মর্মান্তিক মৃত্যুর পরেও কোনও ধরপাকড়ের ঘটনা তো দূরের কথা, প্রশাসনিক প্রধানের প্রকাশ্যে এসে ক্ষমা চাওয়ার ঘটনা দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে দেখা যায়নি। রেলে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটছে। (এরপর ১০ পাতায়)

বুধবার দমদম বিমানবন্দরে অভিষেক।

তারিখ অভিধান

২০০৬ বিকাশ ভট্টাচার্য (১৯৪০-২০০৬) এদিন প্রয়াত হন। ষাটের দশকের আশপাশে বাংলার শিল্পকলায় যে নতুন জোয়ার এসেছিল, সেই প্রবহমান তরঙ্গমালার একটি নাম বিকাশ ভট্টাচার্য। আধুনিক ছবির ভুবনকে নব উদ্যোগে সাধারণের সামনে মেলে ধরার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অন্যতম কান্ডারি। বিকাশ ভট্টাচার্যের ছবির অন্যতম বৈশিষ্ট্য, বিষয়কে ছাপিয়ে দর্শকের মনের গভীরে প্রবেশ করা। চোখের দেখা আর মনের দেখাকে মিলেমিশে একাকার করে দেওয়া। কলকাতার গ্যালারিতে একদা প্রদর্শিত হয়েছিল লাইফ-সাইজের সেই ছবি। সাদা-লাল-পেড়ে শাড়ির ঘোমটায় মাঝবয়সি মহিলা বসেছেন পুজোর আসরে। রুপোলি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন তাঁর মুখমণ্ডলের কেবল

চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। ছবিটিকে রাখা হয়েছে প্রায় মেঝের সঙ্গে, সামনে আলপনায় অলংকৃত মেঝেতে রাখা সিঁদুর-মাখা ঘট, ফুল, তিরকাঠি ইত্যাদি পুজোর সরঞ্জাম— ছবি ও প্রকৃত উপকরণের চমৎকার সজ্জা। আধুনিকেরা সেদিন যখন ইনস্টলেশনের নেশায় মগ্ন ছিলেন, তখন এই ছবি, বাঙালিয়ানায় অবগাহিত চিত্রীর এই অভিনব শিল্পচিন্তা শিল্পবোদ্ধাদের চমৎকৃত করেছিল। ১৯৮৮-তে পদ্মশ্রী পেয়েছিলেন, ২০০৩-এ ললিতকলা অ্যাকাডেমির ফেলোশিপ পান।

১৯৭৩ মুজফফর আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৩) এদিন কলকাতার কিম্বার নার্সিংহোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে গভীর সখ্য ছিল। ১৯১৯-'২০ সালে সাহিত্য ও রাজনীতি মিলিয়ে তিনি সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে যে জীবন শুরু করেছেন, একটানা ৫৩ বছর রাজনৈতিক জীবনে তা আত্মত্যাগ ও অবদানে ক্রমভাস্বর হয়ে ওঠে। প্রচণ্ড আর্থিক অনটন, অর্ধাহার, অনাহারের মধ্যে এবং মতাদর্শগত সংগ্রামে বলিষ্ঠ ভূমিকা, দেশের প্রতি ও আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি গভীর ভালবাসা, সুলেখক ও সংগঠক হিসেবে অবদান তাঁকে ইতিহাসের পাতায় মহান করে তুলেছে।

২০০৪ বিজয় হাজারে (১৯১৫-২০০৪) এদিন প্রয়াত হন। ভারতীয় ক্রিকেটার। মূলত ডানহাতি ব্যাটসম্যানের দায়িত্ব পালন করতেন। পাশাপাশি ডানহাতে মিডিয়াম পেস বোলিংয়েও পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। ১৪টি টেস্টে অধিনায়কত্ব করেন। টেস্ট ম্যাচে ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রথম বিজয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। পদ্মশ্রী উপাধি পান। ভারতের আঞ্চলিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা তাঁরই নামে নামাঙ্কিত, 'বিজয় হাজারে ট্রফি'।

১৯৫২ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫২) এদিন প্রয়াত হন। বিশিষ্ট দার্শনিক। ২/৩ বছর বয়সে অক্ষরজ্ঞানের আগে থেকে রামায়ণ আবৃত্তি করতে পারতেন। ৫/৭ বছর বয়স থেকে শুনে শুনে দর্শনের বহু বিষয় আয়ত্ত করে ফেলেন। লোকে তাঁকে 'খোকা ভগবান' বলত। প্রেসিডেন্সি কলেজ ও এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপনা করেছেন। রোম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিলিট পান। ভারতের প্রথম মহিলা ডক্টরেট সুরমা দাশগুপ্ত তাঁর ছাত্রী ও স্ত্রী।

১৯৮৩ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (১৮৯১-১৯৮৩) এদিন প্রয়াত হন। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী। তিনবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলেছেন। মেধাবী ছাত্র ছিলেন। প্রায় সমগ্র শিক্ষাজীবনে বৃত্তি-সহ প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯১৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নে গবেষণা আরম্ভ করেন। ১৯২০-তে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে রসায়নে ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে। বিজ্ঞানের কয়েকটি বিষয় নিয়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে মতবিনিময়। প্রথমে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিলেও পরে মহাত্মা গান্ধীর দ্বারা প্রভাবিত হন। লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দেন। অনেকে মনে করেন, প্রফুল্ল ঘোষকে কংগ্রেস নেতৃত্ব বারবার ক্ষুদ্রস্বার্থে ব্যবহার করেছিলেন।

১৮৯০ এডউইন হার্ডওয়ার্ড আর্মস্ট্রং (১৮৯০-১৯৫৪) এদিন নিউ ইয়র্কে জন্মগ্রহণ করেন। এফএম (ফ্রিকোয়েন্সি মডিউলেশন) সম্প্রচার প্রযুক্তিটি তাঁরই আবিষ্কার। প্রথম দিকে এটি তৈরি হয়েছিল এএম রেডিওর তুলনায় গ্রাহকদের আরও ভাল শব্দ শোনানোর জন্য। এফএম রেডিও সম্প্রচারের জন্য সাধারণত অত্যন্ত উচ্চ কম্পাঙ্কের তরঙ্গ, যেমন, ৮৭.৫ থেকে ১০৮ মেগাহার্টজ ব্যবহার করা হয়।

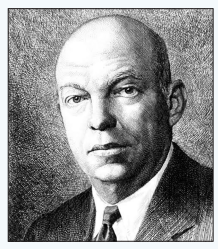

১৮২৪ লালবিহারী দে (১৮২৪-১৮৯৪) এদিন বর্ধমানের সোনাপলাশিতে জন্মগ্রহণ করেন। গোঁড়া বৈষ্ণব পরিবারে জন্ম। কিন্তু রেভারেন্ড ডাফের সংস্পর্শে এসে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন। হুগলি কলেজে ইংরেজি পড়াতেন। বেঙ্গল ম্যাগাজিনের সম্পাদক ছিলেন। তাঁর 'গোবিন্দ সামন্ত বা হিস্ট্রি অব আ বেঙ্গল রায়ত' গ্রন্থটি চার্লস ডারউইনের প্রশংসা অর্জন করেছিল।

কর্মসূচি

অসমের বরপেটা জেলার পাকাবেতবাড়ি এলাকায় অসম তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন দলের নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকেরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৮৮

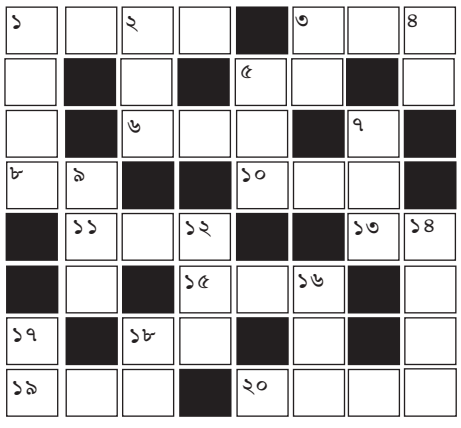

পাশাপাশি : ১. পৈতৃক ৩. কাজে আগ্রহ, উদ্যম ৫. হাঁসের শ্রেণি ৭. সমবেদনা ৮. সঙ্গে, সাথে ১০. বিবিধ রকমের জন্তু ১২. বায়ু ১৩. পীতবর্ণ, হরিদ্রাভ।

উপর-নিচ : ১. ধর্মশাস্ত্রের প্রতি অবৈজ্ঞানিক অন্ধবিশ্বাস ২. সদর দ্বার, ফটক ৩. ঝরনা ৪. দল, দঙ্গল ৬. বছরভর ঘটে এমন ৯. তদন্ত ১০. মানব — রইল পতিত ১১. অপসারণ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৮৭ : পাশাপাশি : ১. অভিসন্ধি ৩. জমাটি ৫. প্রমা ৬. দক্ষিণা ৮. ধীর ১০. মগজ ১১. ওড়িশি ১৩. নাই ১৫. বিশাখ ১৮. আর ১৯. গরল ২০. চিরদীন।
উপর-নিচ : ১. অপরাধী ২. সম্পদ ৩. জমা ৪. টিট ৫. প্রণাম ৭. ভজনা ৯. রওনা ১২. শিবির ১৪. ইরাবান ১৬. খপ্পর ১৭. ঘ্যাগ ১৮. আল।

১৭ ডিসেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩২৩৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৩০০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৬৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৯৯৯০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২০০০০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯১.৩৫	৮৯.৪৬
ইউরো	১০৭.৩২	১০৪.৬০
পাউন্ড	১২২.০২	১১৯.১২

নজরকাড়া ইনস্টা

কোয়েল মল্লিক

সারা আলি খান

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

18 December 2025 • Thursday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
বৃহস্পতিবার

নেতাজি ইনডোরে ব্যবসায়ী সম্মেলনের কিছু মুহূর্ত

মা ক্যান্টিনে হঠাৎ মুখ্যমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর) দারুণ খুশি আগত মানুষজন। প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন অশীতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে হাসপাতালে ভর্তি-থাকা রোগীর বাড়ির লোকজনের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার মা ক্যান্টিন পরিষেবা চালু করে। মা ক্যান্টিন বেশিরভাগ বাজারের সামনেও রয়েছে। মাত্র ৫ টাকায় পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা হয় এই মা ক্যান্টিনে। যেমন ভাত, ডাল ও ডিমের তরকারি যা মূলত দুপুরে পরিবেশিত হয়, বিশেষত হাসপাতালগুলিতে এবং বিভিন্ন জনবহুল স্থানে চালু আছে, যার উদ্দেশ্য রাজ্যের মানুষের খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

৩ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

(প্রথম পাতার পর)

হবে। সমস্ত জেলার চেম্বার এতে থাকবে। থাকবেন জেলার ডিএম-এসপি। লাইন ডিপার্টমেন্টও থাকবে। আগামী পনেরো দিনের মধ্যে নাম পাঠান মুখ্যসচিবের মাধ্যমে। এরপর সাত দিনের মধ্যে বাকি কাজ হয়ে যাবে, স্পষ্ট বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর। ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রেডস পোর্টাল' চালু করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, এতে দ্রুত কাজের টাকা পাবেন ব্যবসায়ীরা। রেজিস্টার্ড এমএসএমই সংস্থাগুলি কাজ শেষ করার পর এতে তথ্য আপলোড করবেন। ৭২টি ব্যাঙ্ক ও আর্থিক সংস্থা টাকা মেটাবে। সরকার এদের পরে টাকা দেবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বাংলা শীর্ষে। বাংলায় বন্ধ হয় না সেকথা ব্যবসায়ী ও সংগঠনের নেতৃত্ব বলেছেন। বাংলার এই সেক্টরের তথ্য তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ লোক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে কাজ করেন। ৯৩ লক্ষের বেশি এমএসএমই ইউনিট আছে। ৬৬০টি এমএসএমই ক্লাস্টার ঘোষণা করেছে রাজ্য। গত সাড়ে ১৪ বছরে আড়াই লক্ষ রেজিস্টার্ড সংস্থা ৬টি ইকনমিক করিডর তৈরি করছে রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা ৩৬টি পণ্যের জিআই ট্যাগ পেয়েছি। কিন্তু আমাদের যা শিল্পী আছে তাঁদের যা দক্ষতা তাতে ৩৬০০ পণ্যে জিআই ট্যাগ পেতে পারি। এদিনও কেন্দ্রের বঞ্চনার কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলা ১ লক্ষ ৯৭ হাজার কোটি টাকা পায়। একটা টাকাও দেয়নি। তবুও আমরা সব কাজ করি রাজ্যের টাকায়। বাংলায় ৯৫টি সামাজিক প্রকল্প রয়েছে। ফলে আপনারা এগিয়ে চলুন— স্বপ্ন দেখুন— আমরা আপনাদের পাশে আছি— থাকব।

সম্পাদকীয়

18 December, 2025 • Thursday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মুখে ঝামা

এসআইআর-এর খসড়া তালিকা প্রকাশিত। সেই তালিকাকে সামনে রেখেই বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পষ্ট বললেন, তালিকা প্রস্তুত করার অনেক আগে থেকেই বিজেপি আওয়াজ তুলেছিল দেড়-দু'কোটি বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গা রয়েছে বাংলায়। খসড়া তালিকা প্রকাশিত। বিজেপি এবার জবাব দিক! আসলে টার্গেট করে বাংলাকে হেয় করা হচ্ছে। গল্প ফাঁদা হচ্ছে। মিথ্যাচার করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনে সে-সব খারিজ হয়ে গিয়েছে। বঙ্গ বিজেপির যারা এ-সব করছে তাদের বাংলার প্রতি ন্যূনতম সম্মানবোধ নেই, ভালবাসা নেই। যদি থাকত তাহলে বাংলাদেশের সঙ্গে তুলনা করত না! ওরা আসলে বাংলাকে অপমান করেছে। তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেওয়া যায় কেউ কেউ সীমান্ত দিয়ে বাংলায় ঢুকছে, তাহলে জবাব দিক বিজেপি পহেলগাঁও বা কাশ্মীরের সীমান্ত পেরিয়ে জঙ্গিরা কী করে ভারতে ঢুকছে? সেখানে তো তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার নেই। সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন। সে-রাজ্যের পুলিশকে তৃণমূল চালায় না। যার ব্যর্থতার কারণে হত্যালীলা ঘটেছে সেই গোয়েন্দা প্রধানকে এক বছরের এক্সটেনশন দেওয়া হয়েছে। তাঁর আমলেই দিল্লিতেই বোমা বিস্ফোরণ হল, তবু তিনি ক্ষমতায়! এর জবাব দিতে হবে বিজেপিকেই। যারা বাংলাকে ছোট করতে চেয়েছে তাদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আকাশের দিকে মুখ করে থুতু ফেললে নিজের গায়েই পড়ে। বিজেপি নেতাদের সে-কথা ভেবে দেখার সময় হয়েছে।

উঃ! এবার কি তবে কাদম্বিনী হতে হবে?

গদ্দার কুলের পোদ্দার, কাঁথির শন্তিকুঞ্জের মেজখোকা, কুভেন্দুর দেওয়া টার্গেট পূরণ করতে গিয়েই বোধহয় নির্বাচন কমিশনের খসড়া ভোটার তালিকায় অজস্র বৈধ ও জীবিত ভোটার মৃত বলে চিহ্নিত! তাড়াহুড়োর এসআইআর-এ এমন ভ্রান্তি স্বাভাবিক হতে পারে, তবে প্রশ্রয়যোগ্য নয়। সেইসঙ্গে মোদি এবং অমিত শাহের ঘুসপেটিয়ারা সব কোথায় গেল? লিখছেন, জানতে চাইছেন **দেবু পণ্ডিত**

রবীন্দ্রনাথের 'জীবিত ও মৃত' গল্পের শেষ অংশ মনে পড়ে?

সেটা এইরকম : "কাদম্বিনী 'ওগো, আমি মরি নাই গো, মরি নাই গো, মরি নাই'— বলিয়া চীৎকার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া অন্তঃপুরের পুষ্করিণীর জলের মধ্যে গিয়া পড়িল। শারদাশংকর উপরের ঘর হইতে শুনিতে পাইলেন ঝপাস্ করিয়া একটা শব্দ হইল।... কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই।"

পশ্চিমবঙ্গের ভোটারদের এখন কি তবে কাদম্বিনী হতে হবে, নির্বাচন কমিশনের সৌজন্যে!

কারণ ১ : ডানকুনির তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর সূর্য দে, দিব্যি বেঁচে আছেন, কিন্তু নির্বাচন কমিশনের কাছে তিনি মৃত! মঙ্গলবার সকালে কালীপুর শ্মশানে নিজেই হেঁটে চলে আসেন। বক্তব্য, একজন জনপ্রতিনিধিকেই যদি মৃত দেখানো হয় এ-ভাবে তবে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষকে তো সহজেই বাদ দিতে পারে কমিশন। সূর্য এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করেছেন। জমা দিয়েছেন বুথস্তরের আধিকারিকের (বিএলও) কাছে। তার পরেও এমন ভাবে তাঁকে 'মৃত' দেখানোর কারণ কী?

কারণ ২ : জালালউদ্দিন শেখ (৭৫)। বাড়ি বহরমপুর থানার শাহাজাদপুর গ্রামে। নিজের নামের পদবি ভুল থাকায় ওই বৃদ্ধ আতঙ্কে ভুগছিলেন। সেই আতঙ্কের জেরে শেষমেশ তিনি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন। শনিবার সকালে জমিতে কাজ করার সময় তিনি বিষ খান।

কারণ ৩ : শিবপুরের রামমোহন মুখার্জি লেনের ৬৮ বছরের শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায়। বেঁচে আছেন। কথা বলছেন। লড়াই করছেন। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে নিয়মিত ভোট দিয়ে আসছেন। ২০০২ সালে তাঁর নাম উঠেছিল ভোটার তালিকায়। তারপর থেকে লোকসভা হোক বা বিধানসভা— প্রতিটি নির্বাচনে তিনি নিজে গিয়ে ভোট দিয়েছেন। অথচ সরকারি নথি জানাচ্ছে, তিনি 'মৃত'! এই বিভ্রান্তিকর নথিই আজ তাঁর জীবনে সবচেয়ে বড় আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কারণ ৪ : দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের লক্ষ্মীনারায়ণপুর গ্রামের ৯৯ নম্বর বুথের মীরা নায়েক ও রসিদা বিবিকে মৃত দেখিয়ে তালিকা থেকে কেটে দেওয়া হয়েছে তাঁদের নাম। তড়িঘড়ি ওই দুই ভোটারকে দিয়ে ৬ নম্বর ফর্ম পূরণ করে ভুল সংশোধনের জন্য আবেদন জানিয়েছে বিএলও নারায়ণ দাস। কিন্তু, তালিকায় নাম না উঠলে তাঁরা সমস্ত সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হবেন।

কারণ ৫ : কোচবিহার-১ ব্লকের ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় থাকেন অশ্বিনী অধিকারী (৬৫) এবং তাঁর স্ত্রী শিবানী অধিকারী (৫৬)। বেশ বেঁচে-বর্তে রয়েছেন দম্পতি। অথচ দু'জনের নামই মৃত ভোটারের তালিকায় রয়েছে। জানতে পেরে অসুস্থ হয়ে পড়েন অশ্বিনী। দম্পতি রাজবংশী সম্প্রদায়ের। এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। ২০০২-এও ভোট দিয়েছেন। ২০২৫-এর ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম ছিল। কোনও সন্তান নেই। কাকতালীয়ভাবে স্থানীয় বিএলও আসকর আলি অশ্বিনীদের প্রতিবেশী। বলছেন, ওই বুথে ৯১৪ জন ভোটারের মধ্যে ৬০ জন মৃত ছিলেন। সমস্ত ফর্ম জমা করার পরে অ্যাপে দেখি ৬২ জন মৃত ভোটার

স্থানীয় বিএলও বলছেন, ওই বুথে ৯১৪ জন ভোটারের মধ্যে ৬০ জন মৃত ছিলেন। সমস্ত ফর্ম জমা করার পরে অ্যাপে দেখি ৬২ জন মৃত ভোটার।

কারণ ৬ : মঙ্গলবার সকাল থেকে বারবার খসড়া তালিকা দেখেও নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না কলকাতা পুরসভার ১১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাঁশদ্রোণীর কংগ্রেসনগর, নিরঞ্জনপল্লির সোমনাথ মিত্র। তাঁর কথায়, 'তালিকায় বাবা, মায়ের নাম থাকলেও আমার নাম নেই। আমি তো বাংলাদেশি নই! তা হলে আমার নাম বাদ গেল কেন, সেটা বুঝতে পারছি না। আমিও তো সকলের মতো এনিউমারেশন ফর্ম ফিলআপ করে জমা দিয়েছিলাম!' নিরঞ্জনপল্লিরই প্রায় ৯৭ জনের নাম বাদ গিয়েছে খসড়া তালিকা থেকে।

এইভাবে প্রায় সব জেলাতেই খসড়া তালিকায় জীবিতরা মৃত, আর মৃতরা জীবিত— এমন সমস্যা নিয়ে ভোটারদের একাংশের মধ্যে তীব্র উৎকণ্ঠা তৈরি হয়েছে। তাঁদের আশা— ডাক আসবে নির্বাচন কমিশনের। কিন্তু, কবে? জানেন না কেউই। পাড়ায় পাড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা নাম বাদ যাওয়া জীবিত ও বৈধ নাগরিকদের পাশে থাকছেন। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের হঠকারিতায় এই যে অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে ঘুরে ফিরে উঠে আসছে একটা কবিতার লাইন। 'মৃতরা এ পৃথিবীতে ফেরে না কখনও। মৃতরা কোথাও নেই...।'

দেশ ভাগের প্রেক্ষাপটে, '১৯৪৬-৪৭' কবিতায় মৃতদের নিয়ে কালজয়ী লাইন কবি জীবনানন্দ দাশ-এর। স্বাধীনতার ৭৮ বছর পরে বাংলার ভোটার তালিকার স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশন (সার)-এর খসড়া তালিকা দেখার সুযোগ মিললে জীবনানন্দ হয়তো প্রত্যাহার করে নিতেন তাঁর সেই লেখা। কারণ, মঙ্গলবারের খসড়া তালিকা বলছে— মৃতরাও জীবিত হয়ে ফিরে আসেন, আর জীবিতেরা মৃত হয়ে থেকে যান!

আর এই আবহাওয়ায় একটি প্রশ্ন। আমাদের প্রথম ও প্রধান জিজ্ঞাসা : গত ১১ বছরে মোট ২৩ হাজার ৯২৬ জন অনুপ্রবেশকারী গ্রেফতার হয়েছে। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল, মায়ানমার মিলিয়ে এই সংখ্যা। এর মধ্যে সবথেকে বেশি গ্রেফতার হয়েছে বাংলাদেশ সীমান্তে। সংখ্যাটা ১৮ হাজার ৮৫১। অর্থাৎ, ১১ বছরে ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে বছরে গড়ে অনুপ্রবেশকারী গ্রেফতার হয়েছে ১ হাজার ৭১৩ জন। কোটি কোটি রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশ অনুপ্রবেশকারী, নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহের ভাষায় ঘুসপেটিয়া, তাহলে কোথায়?

e-mail থেকে চিঠি

জীবিত না মৃত, বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে কমিশন

ভোট দিতে গিয়েছেন এক ব্যক্তি। বুথে বসা পোলিং এজেন্টকে বাবার নাম বলে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি ভোট দিয়ে গিয়েছেন কি না। গম্ভীর মুখে লিস্ট দেখে পোলিং এজেন্ট জানিয়ে দিলেন, ঘণ্টাখানেক আগে ভোট দিয়ে চলে গিয়েছেন তাঁর বাবা। শুনে মাথায় হাত ওই ব্যক্তির। বললেন, 'ইস, ঘণ্টাখানেক আগে এলেই দেখা হয়ে যেত বাবার সঙ্গে!' সেকথা শুনে কৌতূহলবশত পোলিং এজেন্ট জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন, আপনারা একসঙ্গে থাকেন না?' জবাবে ওই ব্যক্তি জানালেন, বাবা মারা গিয়েছেন সাত বছর আগে। ভোটের বাজারে এমন রসিকতা বেশ প্রচলিত। সেই রসিকতা এবারে একেবারে বাস্তব করে ছাড়ল অপদার্থ নির্বাচন কমিশন। এসআইআর-এর নামে। এর আগে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছিল, এবার থেকে রেজিস্ট্রার জেনারেল অব ইন্ডিয়ার (আরজিআই) থেকে নিয়মিত মৃত্যু নথিভুক্তকরণের তথ্য সংগ্রহ করবে কমিশন। এই পদ্ধতিতে রাজ্যের ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসাররা (ইআরও) নিয়মিতভাবে নিজের নিজের এলাকায় নথিভুক্ত হওয়া মৃত্যুর তথ্য পাবেন। সেই নথি হাতে আসার পর বুথ লেভেল অফিসাররা (বিএলও) এলাকায় গিয়ে সেই তথ্য যাচাই করে তালিকা থেকে নাম বাদ দেবেন। ফলে মৃত ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট পরিবারের তরফে ফর্ম-৭ জমা দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও অনুরোধের জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন পড়বে না কমিশনের। কোনও ভোটারের মৃত্যুর তথ্য হাতে আসার পরেই বিএলওরা ওই ভোটারের বাড়িতে যাবেন তথ্য যাচাইয়ের জন্য। সেখানেই তাঁরা পরিবারকে দিয়ে ফর্ম-৭ পূরণও করিয়ে নেবেন। এর মধ্যে দিয়ে ভোটার তালিকা আরও নির্ভুল হবে। আর খসড়া তালিকা প্রকাশের পর দেখা যাচ্ছে, কেউ হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছেন। কেউ অসুস্থ। কেউ বা দিনভর ব্যস্ত চাষাবাদের কাজে। অথচ, নির্বাচন কমিশনের খাতায় তাঁরা 'মৃত'। রাজ্যের নানা প্রান্তে শ'য়ে শ'য়ে এমন ঘটনা ঘটেছে। জোর জবরদস্তি করে ভোটার তালিকা কাট-ছাঁট করতে গিয়ে এই অবস্থা। চরম অসুবিধায় বৈধ ভোটাররা। এই বিভ্রান্তির আবহ থেকে রাজ্যকে বাঁচাতে বুথ স্তরে তথ্য সংগ্রহ, ভোটারদের সহযোগিতা এবং নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সমন্বয়— এই তিনটি বিষয়কে সামনে রেখেই ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে বুথ লেভেল এজেন্টদের (বিএলএ) ভূমিকা আরও শক্তিশালী করতে বড়সড় সাংগঠনিক পদক্ষেপ করতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। নেতৃত্বে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার খেলা হবে। সবাই তৈরি হোন। — **অমিত দাস, দমদম সেন্ট্রাল জেল, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পার্ক সার্কাস ময়দানেই চলবে সার্কাস। পরিবেশপ্রেমীদের বন্ধের আর্জি নিয়ে দায়ের হওয়া মামলায় জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন পরিদর্শনে সিট, ধৃতের সংখ্যা বেড়ে ছয়

প্রতিবেদন : বুধবার সকালে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন পরিদর্শন করলেন চার সদস্যের স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম বা সিট। মঙ্গলবারই রাজ্য পুলিশের চার উচ্চপদস্থ আধিকারিক জাভেদ শামিম, সুপ্রতিম সরকার, পীযূষ পাণ্ডে ও মুরলীধর শর্মাকে নিয়ে এই সিট গঠন করা হয়। তাঁরা এদিন সকাল ৯-৪০ নাগাদ যুবভারতীতে যান, গোটা স্টেডিয়াম খুঁটিয়ে দেখেন— কথা বলেন কর্মীদের সঙ্গে। পরে স্টেডিয়াম-সংলগ্ন বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের দফতরেও যান সিটের সদস্যরা। কিছুক্ষণ সেখানে কাটিয়ে তাঁরা বেরিয়ে যান। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে তাঁরা অবশ্য কোনও কথা বলেননি। এর আগে ১৩ ডিসেম্বর শনিবার যুবভারতীতে মেসির অনুষ্ঠানে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। ঘটনার এক ঘণ্টার মধ্যে তদন্তের নির্দেশ দিয়ে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার রায়ের নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি গড়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই কমিটির সুপারিশ মেনেই সিট গঠন করা হয়। একই সঙ্গে মঙ্গলবার ডিজিপি রাজীব কুমার, বিধাননগরের সিপি মুকেশ কুমার, ক্রীড়াসচিব রাজেশ সিনহাকে শো-কজ করে প্রশাসন। তাঁদের আজকের মধ্যে জবাব দিতে হবে। সাসপেন্ড হয়েছেন বিধাননগরের ডিসি অনীশ সরকার। অব্যবস্থার অভিযোগে যুবভারতীর সিইও দেবকুমার নন্দনকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে প্রশাসনের তরফে সিট-এর সদস্য সংখ্যা চার থেকে বাড়িয়ে আট করার ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে।

■ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন পরিদর্শনে সিট। বুধবার সকালে।

বাড়ছে সিট-এর সদস্য

এদিকে, শনিবার যুবভারতীতে ভাঙচুরের ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেফতার করল বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ। এর ফলে গ্রেফতারির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ছয়। সিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে মঙ্গলবার গ্রেফতার করা হয় তাকে। ধৃতের নাম রূপক মণ্ডল। বাইপাস লাগোয়া এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযোগ, ঘটনার দিন, রূপক নামে ওই যুবক ফেন্সিংয়ের তালা ভেঙে মাঠে ঢুকে ভাঙচুর চালায়। অন্যদেরও ঢুকতে সাহায্য করে।

নিউ টাউনে আগুন, পুড়ল ২০০ ঝুপড়ি

প্রতিবেদন : নিউ টাউনে ইকো পার্কের কাছে ঘুনি বস্তিতে ভয়াবহ আগুন লাগে বুধবার সন্ধ্যার কিছু পরে। নিমেষে ২০০-র ওপর ঝুপড়ি পুড়ে যায়। একের পর এক গ্যাস সিলিন্ডার লিক করে আগুন কার্যত দাবানলে পরিণত হয়। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের একাধিক ইঞ্জিন। পৌঁছে যান দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুও। ভয়ঙ্কর এই আগুনের সামনে কয়েক ঘণ্টা ধরে লড়াই করেন দমকলকর্মীরা। যদিও এই ঘটনায় হতাহতের খবর নেই। স্থানীয় বাসিন্দারাও আগুন নেভানোর কাজ প্রাথমিকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তবে শীতের রাতে আগুন লাগায় ছাদহীন হয়েছেন কয়েকশো মানুষ। প্রশাসন তৎপরতার সঙ্গে পদক্ষেপ করছে।

শো-কজের জবাব

প্রতিবেদন : যুবভারতীর বিশৃঙ্খলার ঘটনায় শো-কজের জবাব দিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, ক্রীড়া দফতরের প্রধান সচিব রাজেশ কুমার সিনহা, বিধাননগর পুলিশ কমিশনার মুকেশ কুমার। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গঠিত কমিটির রিপোর্টের পর তিন পদস্থ কর্তাকে শোকজ করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই লিখিত বয়ান জমা দিয়েছেন তিন শীর্ষ কর্তা।

তৃণমূল কাউন্সিলর-খুনে যাবজ্জীবন তিন দোষীর

প্রতিবেদন : দীর্ঘ তিন বছর পর মিলল সুবিচার। পানিহাটিতে তৃণমূল কাউন্সিলর অনুপম দত্ত-খুনে তিন দোষীকে যাবজ্জীবনের সাজা শোনাল ব্যারাকপুর আদালত। সাজাপ্রাপ্তরা হল অমিত পণ্ডিত, বাপি পণ্ডিত ও জিয়ারুল মণ্ডল। এ-ছাড়াও এক লক্ষ টাকা করে জরিমানার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সোমবারই অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করেছিল আদালত। জানানো হয়েছিল বুধবার সাজা ঘোষণা করা হবে। সেইমতো এদিন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ঘোষণা করলেন বিচারপতি। উল্লেখ্য, ২০২২ সালে ১৩ মার্চ আগরপাড়া স্টেশন রোডে পোষ্যর জন্য ওষুধ আনতে গেলে প্রকাশ্যে পিছন থেকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করা হয় পানিহাটি পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর অনুপম দত্তকে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তদন্তে নেমে মূল অভিযুক্ত অমিত পণ্ডিত এবং তার দুই সহযোগী সঞ্জীব পণ্ডিত ওরফে বাপি এবং জিয়াউল মণ্ডলকে গ্রেফতার করে পুলিশ। জানা যায়, প্রমোটিংয়ের জন্য এলাকার একটি জমি দখলের চেষ্টা করছিল বাপি পণ্ডিত। অনুপম এর প্রতিবাদ করায় অশান্তি শুরু হয়। এদিন আদালতের রায় শুনে স্বস্তিতে অনুপম দত্তের স্ত্রী মীনাক্ষী দত্ত। তিনি বলেন, আমরা চাইছিলাম আরও কঠোর শাস্তি। তবে আদালত যা ভাল মনে করেছে, সেটাই করেছে। আমরা আইন ও আদালতের উপর আস্থা রাখি।

৩ পুরবোর্ডের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিল রাজ্য প্রশাসন

প্রতিবেদন : রাজ্যের তিন পুরবোর্ডের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিল রাজ্য সরকার। চাকদহ ও পুরুলিয়া পুর-বোর্ড ভেঙে দেওয়া হয়। একইসঙ্গে শোকজ করা হয় কাঁথির পুরবোর্ডকে। মঙ্গলবার বোর্ড ভেঙে প্রশাসক বসানোর নির্দেশ দেওয়া হয় চাকদহ ও পুরুলিয়া পুরসভায়। নাগরিক পরিষেবার মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় চাকদহ পুরসভার ২১ কাউন্সিলরকে শোকজ করা হয় আগে। পুরুলিয়ার ক্ষেত্রেও গুরুত্ব দেওয়া হয় উন্নয়নকে। কাঁথির পুরবোর্ডকে শোকজ করে রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর। আগামী সাত দিনের মধ্যে শোকজের জবাব দিতে হবে তাদের।

সোনালিকে দেখতে শুক্রে বীরভূমে যাবেন অভিষেক

প্রতিবেদন : বৈধ নথি থাকা সত্ত্বেও বিজেপির পুলিশ বাংলাদেশি তকমা দিয়ে অন্তঃসত্ত্বা মহিলা সোনালি বিবি-সহ ছ'জনকে পুশব্যাক করেছিল। বাংলাদেশে দীর্ঘদিন আটকে থাকার পর সোনালি বিবি ও তাঁর নাবালক সন্তান দেশে ফিরেছেন। কিন্তু বাকিরা এখনও বাংলাদেশে। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার বীরভূমে গিয়ে সোনালি খাতুনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লি থেকে কলকাতা রওনা দেওয়ার আগে তিনি জানান, বাংলায় কথা বলায় বাংলা-বিরোধী বিজেপি বাংলাদেশি তকমা লাগাচ্ছে বাঙালিদের উপর। ভিনরাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকেরা হেনস্থার শিকার হচ্ছেন। তার মধ্যে সোনালি বিবিদের সঙ্গে নির্মম ঘটনা ঘটিয়ে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সোনালি বিবিকে ফেরানো হয়েছে। মানবিক মুখ্যমন্ত্রী তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। অভিষেক জানান, তিনি শুক্রবারই বীরভূমে গিয়ে সোনালি বিবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসবেন। তাঁদের পাশে থাকবেন।

চিড়িয়াখানায় মৃত্যু বাঘিনির

প্রতিবেদন: আলিপুর চিড়িয়াখানায় মৃত্যু হল আরও এক বাঘিনির। ওই বাঘিনি হেমোপ্রোটোজোয়ান প্যারাসাইটে আক্রান্ত ছিল। গত তিন-চারদিন ধরে ভুগছিল। প্রকৃত মৃত্যুর কারণ জানতে নমুনা সংগ্রহ করে ভিসেরা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। ২০২৩ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে নন্দনকাননে জন্মায় এই হলুদ-কালো ডোরাকাটা বাঘিনি। আগামী ফেব্রুয়ারি তিন বছর পূর্ণ হত এই বাঘিনির। মৃত্যু নিয়ে শুরু হয়েছে তদন্ত।

জীবিত হয়ে যাচ্ছে মৃত!

প্রতিবেদন: চূড়ান্ত খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন। কিন্তু এই কমিশনের তালিকায় যে কতটা গরমিল রয়েছে তা প্রকাশ পাচ্ছে প্রতি পদক্ষেপে। জীবিত মানুষ বেমালুম হয়ে যাচ্ছেন মৃত! আর তাতেই আরও হয়রানি হতে হচ্ছে তাঁদের। উত্তর হাওড়ায় দেখা গেল ১/১ রোজ মেরি লেনের বাসিন্দা গায়ত্রী তিওয়ারির (৭২) নাম খসড়া ভোটার তালিকা থেকে 'ভ্যানিশ'। খসড়া ভোটার তালিকায় তাঁর নাম দেখতে না পেয়ে তাজ্জব হয়ে গেছেন ওই বৃদ্ধা। অন লাইনে সার্চ করে তাঁর বাড়ির লোকেরা দেখেন পরিবারের সবার নাম থাকলেও গায়ত্রী দেবীকে দেখানো হয়েছে 'মৃত' বলে। আবার, চুঁচুড়া বিধানসভার নলডাঙার ১২০ নম্বর বুথের বাসিন্দা বৃদ্ধ দম্পতি স্নেহময় ও শিখা ভট্টাচার্যের বড় ছেলে দেবময় ভট্টাচার্যকে মৃত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

■ দক্ষিণ কলকাতা জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে 'উন্নয়নের পাঁচালি' কর্মসূচিতে আশুতোষ কলেজ হল-এ প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ মালা রায়। ছিলেন বিধায়ক রত্না চট্টোপাধ্যায়, মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায়, চৈতালি চট্টোপাধ্যায়, দেবলীনা বিশ্বাস, প্রিয়দর্শিনী হাকিম-সহ স্থানীয় পুর প্রতিনিধি ও সংগঠনের সদস্যরা।

এবার ঘরে বসে অনলাইনেই মিলবে বইমেলার স্বাদ

প্রতিবেদন : ২২ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে ৪৯তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা। হাতে মাত্র আর দেড় মাস। এবার ঘরে বসেই উপভোগ করা যাবে বইমেলা। এদিন দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কর্তারা জানান, এবারও আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা সরাসরি ভার্চুয়ালি দেখা যাবে সোশ্যাল মিডিয়া পেজ ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। যাঁরা বইমেলায় আসতে পারবেন না, তাঁরা ঘরে বসেই উপভোগ করতে পারবেন বইমেলার প্রধান প্রধান অনুষ্ঠান।

২০২৫ সালের বইমেলায় এসেছিলেন ২৭ লক্ষ বইপ্রেমী মানুষ, সামগ্রিক বই বিক্রির পরিমাণ ছিল প্রায় ২৩ কোটি টাকা। আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার ৪৮ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম ফোকাল থিম কান্ট্রি হিসেবে অংশগ্রহণ করছে আর্জেন্টিনা। এদিন উপস্থিত ছিলেন, আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত। জানা গিয়েছে, আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও তিনি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। বইমেলায় ২৫ জানুয়ারি উদযাপন করা হবে থিম কান্ট্রি আর্জেন্টিনা দিবস। ২৯ জানুয়ারি উদযাপিত হবে সিনিয়র সিটিজেন দিবস— চিরতরুণ।

■ ৪৯তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার সাংবাদিক বৈঠকে গিল্ড-কর্তা ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশুশেখর দে ও বিদেশি প্রতিনিধিরা।

প্রতিবছরের মতো আগামী বইমেলায় অংশগ্রহণ করছে ব্রিটেন, জার্মানি, ফ্রান্স, রাশিয়া, স্পেন, পেরু, কোস্টা রিকা প্রভৃতি দেশ। এছাড়া ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত— যেমন দিল্লি, আসাম, ত্রিপুরা, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, ভোপাল, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, গুজরাট, মহারাষ্ট্র ইত্যাদি রাজ্যের প্রকাশনা সংস্থাও থাকছে।

বাংলার সিনেমা জগতের মহানায়ক উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে থাকছে "বাংলা সিনেমার ইতিহাস ও মহানায়ক" শীর্ষক একটি বিশেষ প্রদর্শনী। এছাড়াও বইমেলায় সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে তাঁর নামাঙ্কিত একটি অডিটোরিয়াম থাকবে।

রাজ্য
18 December 2025 • Thursday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ব্লু লাইনে ফের মেট্রো-বিভ্রাট। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বুধবার সন্ধ্যায় ডাউন লাইনে উত্তমকুমার থেকে নেতাজি যাওয়ার পথে আটকে গেল ট্রেন। ছড়াল আতঙ্ক

শহরতলি ও মফস্‌সলের যানজট সমস্যা সমাধানে সমীক্ষা রাজ্যের

প্রতিবেদন : শহরতলি ও মফস্‌সলের এলাকায় ক্রমবর্ধমান যানজটের সমস্যা মোকাবিলার পথ খুঁজতে বেসরকারি সংস্থাকে দিয়ে সমীক্ষা শুরু করল রাজ্য সরকার। এই সমীক্ষার মাধ্যমে কোন কোন রাস্তায় সবচেয়ে বেশি যানজট হচ্ছে, কোন সময়ে এবং কতক্ষণ ধরে সেই সমস্যা থাকছে— তার বিস্তারিত ডেটাবেস তৈরি করা হবে। একই সঙ্গে রোড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে কোনও ত্রুটি রয়েছে কি না তা-ও খতিয়ে দেখবে সমীক্ষক সংস্থা। কোথায় রাস্তা চওড়া করা সম্ভব, কোথায় বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, সে-বিষয়েও সুপারিশ করা হবে। রিপোর্ট জমা পড়ার পর তার ভিত্তিতেই পরবর্তী পদক্ষেপ করবে রাজ্য।

হাওড়া শহরের পাশাপাশি কলকাতা সংলগ্ন সোনারপুর ও বারুইপুরে যানজটের সমস্যা সবচেয়ে বেশি বেড়েছে। একইসঙ্গে বারাসত ও বারাকপুরের মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতেও প্রতিদিন যানজট বাড়ছে বলে মত প্রশাসনের। গত কয়েক মাস ধরেই পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের আধিকারিকদের নজরে এসেছে,

কলকাতা লাগোয়া হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার একাধিক শহরে সকাল আটটা থেকেই যানজট শুরু হয়ে যাচ্ছে। ওই সময় স্কুলগামী পড়ুয়াদের যাতায়াত শুরু হয়, তারপরেই অফিস টাইম। ফলে সকাল থেকেই রাস্তায় গাড়ির চাপ বেড়ে যায়। এই যানজট কাটতে কাটতেই বেলা গড়িয়ে যায়। আবার বিকেল পাঁচটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত ফের যান চলাচল অত্যন্ত ধীরগতিতে চলে। অতিরিক্ত ট্রাফিক পুলিশ নামিয়েও পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন আধিকারিকেরা। এই পরিস্থিতির কথা নবান্নে জানানো হলে বিস্তারিত সমীক্ষার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শহরতলি ও জেলা শহরগুলিতে যানজট বৃদ্ধির পিছনে একাধিক কারণ রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির শহরাঞ্চলে জনবসতির ঘনত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ছোট বাজারের জায়গায় গড়ে উঠেছে বড় শপিং মল। পাশাপাশি পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বেসরকারি স্কুলের সংখ্যা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাপ বাইক, অ্যাপভিত্তিক খাবার ডেলিভারি পরিষেবা এবং অটো ও টোটোর মতো বিকল্প পরিবহণ। বাস, ট্যাক্সি ও লরির সঙ্গে এই সব যান যুক্ত হওয়ায় মোট যানবাহনের সংখ্যা আগের তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে। তার ফলেই স্কুল ও অফিস টাইমে জেলা শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকছে। নবান্নের বক্তব্য, এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য কেবল বর্তমান সমস্যার চিত্র তুলে ধরা নয়, বরং ভবিষ্যতের জন্য বাস্তবসম্মত ও স্থায়ী সমাধানের রূপরেখা তৈরি করা।

শিলাবতী নদী-কাটান খালে সমীক্ষার কাজ শুরু রাজ্যের

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণে আরও এক ধাপ

প্রতিবেদন : ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণের পথে আরও এক ধাপ এগোল রাজ্য সরকার। এই বন্যা-নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নদী ও খালের উপর হাতে কলমে সমীক্ষা চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শিলাবতী নদী ও কাটান খালের নির্দিষ্ট অংশে এই সমীক্ষার কাজ করবে সেচ ও জলপথ দপ্তরের অধীন ইরিগেশন অ্যান্ড ওয়াটারওয়েজ ডিরেক্টোরেট।

ভবিষ্যতে ড্রেজিং ও ডি-সিল্টিংয়ের কাজ শুরু করার আগে নদীর তলদেশে পলি জমার পরিমাণ, নদীর গভীরতা এবং চ্যানেলের প্রস্থ সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করাই এই সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। আপাতত এই পর্যায়ে কোনও ড্রেজিং বা নদী থেকে পলি তোলার কাজ হবে না বলেও স্পষ্ট করা হয়েছে। দাসপুর-১ ব্লকের রামদেবপুর থেকে সীমানা পর্যন্ত শিলাবতী নদীর প্রায় ১৪.১ কিলোমিটার অংশে সমীক্ষা চালানো হবে। পাশাপাশি ঘাটাল ব্লকের হিজলি থেকে পান্না পর্যন্ত কাটান খালের প্রায় ১৬.২ কিলোমিটার অংশও সমীক্ষার আওতায় থাকছে। এই দুই জলপথই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত, যেখানে বর্ষা এলেই বিস্তীর্ণ নিচু এলাকায় নিয়মিত জল জমার সমস্যা দেখা দেয়। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই সমীক্ষা কাজ রাজ্য সরকারের কোষাগারের উপর কোনও আর্থিক চাপ না ফেলেই করা হচ্ছে। 'নো কস্ট টু স্টেট এক্সচেকার' ভিত্তিতে এই সমীক্ষা চালানো হচ্ছে। সেচ ও জলপথ দফতরের কংসাবতী ক্যানালস ডিভিশন নম্বর-৪ এই কাজের বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছে। সমীক্ষার অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে এসডিএস প্রকল্পের আওতায়। নদী ও খালগুলিতে অতিরিক্ত পলি জমে থাকার অভিযোগ জানিয়ে আসছেন। তাঁদের বক্তব্য, জলপথগুলির স্বাভাবিক নিকাশি ক্ষমতা কমে যাওয়ায় বর্ষায় জল দ্রুত নামতে পারে না। বহু গ্রাম জলবন্দি হয়ে পড়ে এবং কৃষিজমিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই সমীক্ষার মাধ্যমে কোন কোন অংশে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পলি তোলার প্রয়োজন, তা চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। এক বছরের মধ্যে সমীক্ষার কাজ শেষ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। তারপরেই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপের রূপরেখা চূড়ান্ত করা হবে।

আজ থেকে শুনানির নোটিশ পাঠানো শুরু

প্রতিবেদন : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়ায় শুনানি পর্বের জন্য আজ বৃহস্পতিবার থেকেই শুনানির নোটিশ পাঠানো শুরু হবে। নোটিশ পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ভোটারদের সাত দিনের সময় দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে আগামী সপ্তাহ থেকেই শুনানি শুরু হতে পারে বলে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রে জানা গেছে। ৮৫ বছর বা তার বেশি বয়সি ভোটারদের ক্ষেত্রে শুনানির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ওই বয়সের কোনও ভোটার যদি শুনানির আওতায় পড়েন, তাহলে তাঁদের শুনানি কেন্দ্রে আসতে হবে না। সংশ্লিষ্ট ইআরও বাড়ি গিয়ে শুনানি করবেন। উপস্থিত থাকবেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইআরও এবং সংশ্লিষ্ট বুথের বিএলও।

কারা শুনানিতে ডাক পাবেন, তা তিনটি ভাগে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথম ভাগে রয়েছেন প্রোজেনি ম্যাপিংয়ের আওতায় থাকা ভোটাররা— যাঁদের ক্ষেত্রে বাবা বা আত্মীয়-পরিজনের নাম ধরে ম্যাপিং হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছেন সেলফ ম্যাপিং ভোটাররা, যাঁদের নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকাতেও ছিল। তৃতীয় ভাগে রয়েছেন নো ম্যাপিং ভোটাররা— যাঁরা বর্তমানে ভোটার হলেও ২০০২ সালের তালিকার সঙ্গে কোনও আত্মীয় বা পারিবারিক সংযোগ দেখাতে পারেননি। কমিশনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, প্রোজেনি ম্যাপিং এবং সেলফ ম্যাপিংয়ের ক্ষেত্রে শুনানিতে ডাকার সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে কম। মূলত নো ম্যাপিং ভোটারদেরই শুনানিতে ডাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই শ্রেণির ভোটারদের জন্মের শংসাপত্র, স্কুলের শংসাপত্র, অ্যাডমিট কার্ড বা পাসপোর্টের মতো নথি নিয়ে শুনানিতে হাজির হতে হবে। প্রাথমিকভাবে প্রায় ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ভোটারকে শুনানিতে ডাকা হতে পারে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তবে যাচাইয়ের সময় একাধিকবার থাকা নাম বা ডুপ্লিকেট এন্ট্রি বাদ গেলে এই সংখ্যা কিছুটা কমতে পারে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল।

খসড়া ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে সংশ্লিষ্ট ভোটারদের ফর্ম ৬ ও অ্যানেক্সচার ৪ জমা দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে কমিশন। যাচাই ও শুনানি শেষে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে বলে কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে।

কড়া ব্যবস্থা

প্রতিবেদন : খসড়া তালিকা প্রকাশের পর ভুল ধরা পড়তেই কড়া পদক্ষেপ শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন। দার্জিলিং-শিলিগুড়ির এক বিএলও-কে শোকজ করা হয়েছে। একই সঙ্গে হুগলির চণ্ডীতলা, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি এবং কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের মোট তিনজন বিএলও-কে শোকজ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ইআরও-দের কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়েছে কমিশন। ডানকুনি পুরসভার এক কাউন্সিলরের নাম খসড়া তালিকায় না থাকায় সংশ্লিষ্ট বিএলও-কে শোকজ করেছে কমিশন। যিনি ওই এলাকায় বিডিও হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন এবং এএইআরও-র ভূমিকা পালন করছেন, তাকেও শোকজ করা হয়েছে। শিলিগুড়িতে একজন মৃত ভোটারের নাম তালিকায় কীভাবে রয়ে গেল এবং কোচবিহার দক্ষিণের একটি ঘটনাতেও বিএলও-দের বিরুদ্ধে শোকজ নোটিশ জারি হয়েছে।

আরজি কর-শুনানি কলকাতা হাইকোর্টে

প্রতিবেদন : আরজি কর হাসপাতালের জুনিয়র মহিলা চিকিৎসকের খুন ও ধর্ষণ সংক্রান্ত সব মামলার শুনানি এবার করা হবে কলকাতা হাইকোর্টে। বুধবার এমনই নির্দেশ দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। এর আগে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় স্বতঃপ্রণোদিত উদ্যোগে আরজি করের মহিলা চিকিৎসকের মৃত্যু সংক্রান্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মামলা দায়ের করে শুনানি শুরু করেছিলেন। দীর্ঘ শুনানির পরে এদিন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এম এম সুন্দ্রেশ ও বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার ডিভিশন বেঞ্চ বুধবার নির্দেশ দিয়েছে এবার থেকে কলকাতা হাইকোর্টেই হবে আরজি কর মামলার শুনানি। এই শুনানি করার জন্য হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি একটি স্বতন্ত্র বেঞ্চ গঠন করবেন। মামলার সব নথি হাইকোর্টে পাঠিয়ে দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১৭ দিনেই সেবাশ্রয়-২ ছুঁল ১ লক্ষের গণ্ডি

প্রতিবেদন : ডায়মন্ড হারবারের সকল মানুষের সুস্বাস্থ্যের অঙ্গীকার নিয়ে শুরু হওয়া সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত 'সেবাশ্রয় ২' ফের রেকর্ড গড়ল। ডায়মন্ড হারবারের তিন বিধানসভা কেন্দ্রের সেবাশ্রয় স্বাস্থ্যশিবির ১৭ দিনেই পার করল ১ লক্ষের গণ্ডি। বুধবার সেবাশ্রয়ের ১৭তম দিনের শেষে বিনামূল্যে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবায় উপকৃত মানুষের সংখ্যা ১,০২,৬৮৬ জন। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা, রক্ত পরীক্ষা, ইসিজি থেকে শুরু করে ডায়াবেটিস নির্ণয়— সবই হচ্ছে এক ছাদের তলায়। মহেশতলা ও মেটিয়াবুরুজের পর বজবজেও চলছে সেবাশ্রয়-২। এদিন বজবজের ৩৪টি হেলথ ক্যাম্পে বিনামূল্যে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন মোট ৭,৮৮১ জন। মোট ৪,১৯৪ জনকে চিকিৎসকের পরামর্শের পাশাপাশি বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র দেওয়া হয়েছে। দ্রুত ও নিখুঁতভাবে রোগ নির্ণয়ের জন্য ৪,৪২৩ জনের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিনামূল্যে সম্পন্ন হয়েছে। এদিন ২৯ জনকে তাঁদের পরিস্থিতি বুঝে উন্নত চিকিৎসার জন্য বেসরকারি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

■ বারাসত শহর আইএনটিটিইউসি-র উদ্যোগে বুধবার থেকে রাজ্য সরকারের ১৫ বছরের 'উন্নয়নের পাঁচালি'র প্রচার শুরু হল সুসজ্জিত টোটোয়। উদ্বোধনে ছিলেন বারাসত সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি তাপস দাশগুপ্ত, সৌমেন আচার্য, দেবাশিস মিত্র, সুনীল মুখোপাধ্যায়, চয়ন দাস, অভিজিৎ নাগচৌধুরী, সম্পক দাস-সহ অন্যেরা।

■ দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা এলাকায় 'উন্নয়নের পাঁচালি'র সূচনা করলেন বিধায়ক ও হাওড়া জেলা (সদর) মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী নন্দিতা চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূল সভাপতি সৈকত চৌধুরী-সহ দলীয় নেতৃবৃন্দ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাদক পাচারের অভিযোগে বমাল গ্রেফতার এক মহিলা। ফালাকাটার সুভাষপল্লি এলাকা থেকে। নাম পুষ্পা নেওয়ার। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৮৫ গ্রাম হেরোইন। বাড়ি মাদারিহাটে।

আমার বাংলা
18 December, 2025 • Thursday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

চাকুলিয়া

হেমতাবাদ

শিলিগুড়ি

কোচবিহার

‘উন্নয়নের পাঁচালি’ শোনাতে পথে ট্যাবলো

শিলিগুড়ি : রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বার্তা নিয়ে বিভিন্ন জেলায় ‘উন্নয়নের পাঁচালি’র ট্যাবলো ঘুরতে শুরু করল পথে। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে সূচনা অনুষ্ঠানে ছিলেন মেয়র গৌতম দেব। সঙ্গে ডেপুটি মেয়র, একাধিক কাউন্সিলর ও আধিকারিকরা। গৌতম জানান, রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্প— যেমন স্বাস্থ্যসাথী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, সবুজসাথী, খাদ্যসাথী ইত্যাদি একাধিক প্রকল্পের সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেই এই উদ্যোগ। ট্যাবলোটি পুর এলাকার পাশাপাশি ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ও সংলগ্ন আরও বেশ কয়েকটি এলাকা পরিক্রমা করবে। ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত এই প্রচার-অভিযান চলবে। গৌতমের বক্তব্য, উন্নয়নের কাজ শুধু করা নয়, সেই উন্নয়নের বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

কোচবিহার : কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রে ঘুঘুমারি থেকে উন্নয়নের পাঁচালি কর্মসূচির ট্যাবলোর উদ্বোধন হল। ঘুঘুমারিতে উদ্বোধন করেন জেলা তৃণমূল সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। জানান, উন্নয়নের কথা গানে তুলে ধরেছেন শিল্পী ইমন। মাথাভাঙার পচাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে থেকে কর্মসূচির সূচনা হয় তৃণমূল শ্রমিক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। ছিলেন জেলা সভাপতি রাজেন্দ্র বৈদ্য, জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন প্রমুখ। উন্নয়নের পাঁচালি-র চারটি প্রচার গাড়ির সূচনা করলেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। দিনহাটার সুভাষ ভবনের সামনে। উদয়ন ছাড়াও ছিলেন সাবির সাহা চৌধুরি, বিশু ধর প্রমুখ।

চাকুলিয়া : উন্নয়নের পাঁচালি নিয়ে চাকুলিয়া বিধানসভা জুড়ে প্রচার শুরু করল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। বুধবার চাকুলিয়ায় দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে এই প্রচারের টোটোর যাত্রার সূচনা করা হয়। অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে মাইকিংয়ে রাজ্য সরকারের উন্নয়নের পাঁচালি গান প্রচার করা হয়। ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনোয়ার আলম, ব্লক সভাপতি শরাফত আলি, আব্দুস সামাদ কাদরি প্রমুখ।

হেমতাবাদ : হেমতাবাদ ব্লক জুড়ে উন্নয়নের পাঁচালি নিয়ে প্রচার শুরু করল হেমতাবাদ ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব। বুধবার হেমতাবাদে দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে উন্নয়নের পাঁচালি প্রচারের পাঁচটি টোটো উদ্বোধন করা হল। এগুলো বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে মাইকিংয়ে রাজ্য সরকারের উন্নয়নের পাঁচালির গান শোনাবে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ছিলেন তৃণমূল হেমতাবাদ ব্লক সভাপতি আশরাফুল আলি, বাঙালবাড়ি অঞ্চল সভাপতি নুর কালাম প্রমুখ।

তালিকায় বহু জীবিতকে মৃত দেখানোয় ক্ষোভ কোচবিহারে

সংবাদদাতা, কোচবিহার : বাড়ির উঠোনে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, বাড়ির কাজও করছেন প্রতিদিনের মতো। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের খসড়া তালিকা বলছে তাঁরা মৃত! আজব কাণ্ড কোচবিহারে দক্ষিণ বিধানসভার ৫৪ নম্বর বুথে। মেয়ের বিয়ের পর বাড়িতে স্বামী অশ্বিনী অধিকারী ও স্ত্রী শিবানীর সংসার। পেশা দিনমজুরি। বুধবার নির্বাচন কমিশন খসড়া তালিকা প্রকাশের পর ঘুম উড়ে গিয়েছে দম্পত্তির। তাতে দুজন মৃত।

‘মৃত’ দম্পতিকে পাশে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে অভিজিৎ দে ভৌমিক। বুধবার।

কেন এই বিভ্রান্তি, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দম্পতিকে পাশে বসিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেছেন তৃণমূল জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। বলেন, এই দম্পতি এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করেছেন। কিন্তু খসড়া ভোটার তালিকায় তাঁদের মৃত দেখানো হচ্ছে! নির্বাচন কমিশন চক্রান্ত করছে। বিএলওদের পর্যাপ্ত সময় কাজের সুযোগ দেয়নি। অশ্বিনী জানান, রীতিমতো আতঙ্কে তাঁরা। বুধবার সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, কোচবিহার দক্ষিণ, শীতলকুচি, নাটাবাড়ি, মাথাভাঙা— চার বিধানসভায় একাধিক অভিযোগ রয়েছে খসড়া তালিকা নিয়ে। ৫৪ নম্বর বুথে অশ্বিনী ও তাঁর স্ত্রী শিবানী ছাড়াও নাটাবাড়ির ২০৪ নম্বর বুথের আলিমা বিবিকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মাথাভাঙার ১১৮ নম্বর বুথের কাজিমা খাতুন ও রাহুল হোসেনকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া শীতলকুচির ৮০ নম্বর বুথে শোভা বর্মন বাড়িতে থাকলেও তাঁকে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত বলে দেখানো হয়েছে। যে সমস্ত বুথে এমন বিভ্রান্তি হয়েছে তাঁদের পরবর্তী ধাপে ফর্মপূরণে সহযোগিতা করবেন বিএলএরা।

খসড়া তালিকায় নিজেকে ‘মৃত’ দেখে অসুস্থ মহিলা

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : এসআইআর নিয়ে মঙ্গলবার গোটা রাজ্যে খসড়া তালিকা প্রকাশের পর চাঞ্চল্য শিলিগুড়ির আপার বাগডোগরাতে। জীবিত হয়েও খসড়া ভোটার তালিকায় মৃত বলে নথিভুক্ত নাম দেখে অসুস্থ হয়ে পড়েন দার্জিলিং জেলার মাটিগাড়া নকশালবাড়ির আপার বাগডোগরার বিবেকানন্দ পল্লি এলাকার শিবানী পাল। জানা গিয়েছে, খসড়া তালিকা প্রকাশের পর যাচাই করতে যান শিবানী। দেখেই তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। জলজ্যান্ত হয়েও তিনি

নির্বাচন কমিশনের তালিকায় মৃত! দেখেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দেন এলাকার বসিন্দারা। সুস্থ বোধ করার পর শিবানী জানান, এসআইআরের ফর্ম ফিলাপ করেছেন তিনি। তার পরেও এই পরিণতিতে আতঙ্কে ভুগছে তাঁর পরিবার। ওই এলাকার বিএলও প্রণবকুমার সাহা জানান, মৃত ভোটারের তালিকায় ওই মহিলার নাম নেই, তবে কীভাবে এটা ঘটেছে তা মিলিয়ে উঠতে পারছেন না তিনি!

শিকারপুর চা-বাগানে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : জলপাইগুড়ি শিকারপুর চা-বাগানে গত কয়েকদিন ধরে চিতাবাঘের অত্যাচার বেড়েছিল। শ্রমিক মহল্লায় ঢুকে প্রায়শই ছাগল, বাছুর, হাঁসমুরগি তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। মানুষের ওপরেই হামলাও চালিয়েছিল। এই নিয়ে ব্যাপক আতঙ্ক ছিল চা-বাগানে। অভিযোগ পেয়ে ছাগলের টোপ দিয়ে খাঁচা পাতে বন দফতর। অবশেষে মঙ্গলবার রাতে ছাগল খেতে এসে খাঁচাবন্দি হয় পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘটি। খবর পেয়ে বৈকণ্ঠপুর বন বিভাগের বেলাকোবা রেঞ্জের বনকর্মীরা এসে চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। রাতে চিতাবাঘ ধরা পড়ার খবর

চাউর হতেই মানুষ চিতাবাঘ দেখতে চলে আসে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে রাতেই চিতাবাঘটিকে নিয়ে চলে যান বনকর্মীরা। চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হওয়ায় চা-শ্রমিকেরা চিন্তামুক্ত হলেন।

আগুনে পুড়ে গেল গোয়ালঘর

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : দুপুর আনুমানিক দেড়টা নাগাদ স্থানীয় হারান মণ্ডলের গোয়ালঘরে আগুন লাগে ময়নাগুড়ি ব্লকের চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের খালপাড়ায়। আগুন লাগে। পুড়ে যায় পুরো গোয়ালঘর। ঘরের পাশেই খড়ের আঁটি ছিল, সেগুলিও পুড়ে গিয়েছে। আগুন লাগার খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয়রা এসে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। খবর দেওয়া হয় ময়নাগুড়ি দমকল ও থানায়। দীর্ঘ সময়ের চেষ্টায় দমকল কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

ঘটনাস্থলে পৌঁছন আইসি সুবল ঘোষ, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দিলীপচন্দ্র রায়।

আমার বাংলা
18 December, 2025 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অভিষেকের উদ্যোগ নতুন জীবন তন্ময়ের

গড়বেতা

সংবাদদাতা, গড়বেতা : 'জীব সেবাই শিব সেবা' এই মন্ত্রকে পাথেয় করে সাংসদ তথা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আর্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর উদ্যোগে সুচিকিৎসা পেলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতার সন্ধিপুর নিবাসী তন্ময় চক্রবর্তী। গত ১৪ ডিসেম্বর রাতে কেশপুরের কাছে গুরুতর পথ দুর্ঘটনায় পড়েন তিনি। কেশপুর থানার পুলিশ তন্ময়বাবুকে উদ্ধার করে কেশপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখান থেকে তাঁকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে রেফার করা হয়। অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু আর্থিক সঙ্কটের কারণে নিরুপায়, অসহায় পরিবারটি কলকাতায় স্থানান্তরিত করার আবেদন জানায় গড়বেতা ১ নম্বর ব্লকের মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মিঠু প্রতিহারকে। তিনি মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি নির্মাল্য চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগাযোগ করলে নির্মাল্য সঙ্গে সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে জানান। ১৫ তারিখ রাতেই তন্ময়বাবুকে পিজিতে ভর্তি করে প্রথমে ট্রমা কেয়ার ইউনিটে রাখার পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি অয়নবাবু পরিবারের সঙ্গে দেখা করে তন্ময়ের অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করেন। তাঁর মস্তিষ্কে সফল অস্ত্রোপচার হয়। চিকিৎসকেরা জানান, এখন তিনি সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত। এজন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছে তন্ময় চক্রবর্তীর পরিবার।

দাসপুর বিধানসভার ২০টির মধ্যে বিজেপি পরিচালিত একমাত্র গ্রাম পঞ্চায়েত রানিচকের বিজেপি উপপ্রধান তনুশ্রী মণ্ডল তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। ফলে এই পঞ্চায়েতে বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে। এই ইস্যুকে সামনে রেখে এবং বিজেপির বিভিন্ন দুর্নীতির বিরুদ্ধে বুধবার তৃণমূল কংগ্রেসের ডেপুটেশনে উপস্থিত ব্লক তৃণমূল সভাপতি সুকুমার বেরা, জেলা পরিষদ সদস্য প্রতিমা দোলই-সহ রানিচক গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল নেতৃত্ব।

হুগলির বলাগড়ের একতারপুর অঞ্চলে গদ্দারের পাল্টা জনসভায় মানুষের উপচে পড়া ভিড়ের সামনে মঞ্চে বক্তব্য পেশ করছেন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

চন্দ্রী বাজারের পরিত্যক্ত মার্কেট কমপ্লেক্স চালু হচ্ছে ঢেলে সেজে

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ঝাড়গ্রাম ব্লকের চন্দ্রী গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্দ্রী বাজার এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা মার্কেট কমপ্লেক্সটি অবশেষে নতুন রূপে ফিরতে চলেছে। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ব্যবহার না হওয়ায় জং ধরা লোহার শাটার, আগাছায় ঢাকা চত্বর ও ভগ্নদশায় পৌঁছেছিল কমপ্লেক্সটি। এবার সেই দোকানঘরগুলিকে সংস্কার করে পুনরায় চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে ঝাড়গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি। ইতিমধ্যেই পুরোদমে সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। আগাছা পরিষ্কার, রং করা ও প্রয়োজনীয় মেরামতির মাধ্যমে কমপ্লেক্সটিকে ঝকঝকে করে তোলার কাজ চলছে। পঞ্চায়েত সমিতি সূত্রে জানা গিয়েছে, এক মাসের মধ্যেই সরকার নির্ধারিত ভাড়ায় দোকানগুলি আগ্রহীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। ঝাড়গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দেবব্রত সাহা সম্প্রতি এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে কমপ্লেক্সটির বেহাল অবস্থা দেখে সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেন। বলেন, প্রায় ১৩ বছর আগে স্থানীয় মানুষদের ব্যবসার সুযোগ করে দিতে এই মার্কেট কমপ্লেক্সটি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে চালু করা যায়নি। ফলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। এখন সংস্কার চলছে। এক মাসের মধ্যেই দোকানগুলি ভাড়া দেওয়া হবে। ২০১১-১২ আর্থিক বছরে ঝাড়গ্রাম ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকায় আটটি স্টল বিশিষ্ট এই মার্কেট কমপ্লেক্সটি তৈরি হয়েছিল। দোকানগুলি হস্তান্তরের পরিকল্পনা থাকলেও প্রশাসনিক জটিলতায় করা যায়নি। দীর্ঘদিন পর এটি চালু হতে চলায় খুশি এলাকার মানুষ। তাঁদের আশা, স্থানীয় ব্যবসায়ীরা উপকৃত হবেন এবং চন্দ্রী বাজার এলাকার বাণিজ্যিক চেহারা বদলে যাবে।

বিল বাকি থাকায় সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে এসে মার খেলেন বিদ্যুৎকর্মীরা, ধৃত ২

বিদ্যুৎকর্মীদের ঘিরে দেওয়া হচ্ছে হুমকি।

সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ : বিদ্যুতের বিল বাকি থাকায় সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে এসে গ্রাহকদের হাতে মার খেলেন বিদ্যুৎকর্মীরা। রানিগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হলে অভিযুক্ত জিন্দাবাদ শেখের বাবা ও তার সঙ্গী জাভেদ শেখকে আটক করা হয়। জানা গিয়েছে, রানিগঞ্জের ৩৫ নং ওয়ার্ডের রনাই এলাকার জিন্দাবাদ বারবার নোটিশ দিলেও গত ৬ মাসে প্রায় ২১ হাজার টাকার বিদ্যুতের বিল জমা দেয়নি। বুধবার দুপুরে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করতে আসেন চার বিদ্যুৎকর্মী। বাড়িতে জিন্দাবাদ শেখ না থাকায় তাঁদের অপেক্ষা করানো হয়। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করার পর বিদ্যুৎকর্মীরা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে চলে আসার সময় তাঁদের গাড়ি আটকায় জিন্দাবাদ ও জাভেদ শেখ। তাঁদের উপর বাঁশ নিয়ে চড়াও হয়। চার কর্মীই আহত হন। রানিগঞ্জ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা করিয়ে রানিগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তাঁরা। মূল অভিযুক্ত পলাতক জিন্দাবাদের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

আজ থেকে বর্ধমানে ১৮তম ভারত সংস্কৃতি উৎসব

সংবাদদাতা, বর্ধমান : আজ, বৃহস্পতিবার থেকে বর্ধমানে শুরু হচ্ছে ১৮তম ভারত সংস্কৃতি উৎসব। বর্ধমান টাউন হলে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে থাকবেন বাবা সাহেব আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ডঃ সোমা বন্দোপাধ্যায়। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে উৎসবের কর্ণধার প্রসেনজিত পোদ্দার জানান, এবছর উৎসবে প্রতিযোগীর সংখ্যা ৮৭৭৭ জন। এর মধ্যে পূর্ব বর্ধমানের প্রতিযোগী ৪৬৬২ জন। এবছর আমেরিকা, জাপান, দুবাই, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা, হল্যান্ড এবং রোমানিয়ার শিল্পীরা ছাড়াও ভারতবর্ষের ১৮টি রাজ্যের প্রতিযোগীরা অংশ নিচ্ছেন। সাংবাদিক বৈঠকে ছিলেন বর্ধমানের পুরপ্রধান তথা উৎসব সভাপতি পরেশ সরকার, কার্যকরী সভাপতি অরূপ দাস, সমন্বয়ক শ্যামল দাস প্রমুখ। বর্ধমানের এই উৎসব চলবে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ২৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর উৎসব হবে কলকাতায়।

ভারত সংস্কৃতি উৎসব নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক।

২০ ডিসেম্বর শুরু এবারের বর্ধমান পুর উৎসব

সংবাদদাতা, বর্ধমান : আগামী ২০ ডিসেম্বর থেকে বর্ধমানের উৎসব ময়দানে শুরু হচ্ছে এ বছরের বর্ধমান পুর উৎসব। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে বর্ধমানের পুরপ্রধান পরেশ সরকার জানান, এবার উদ্বোধন করবেন সাংসদ সৌগত রায়। উপস্থিত থাকবেন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত-সহ বিশিষ্টজনেরা। এ-বছর বাজেট প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকা। থাকছে ১৬৫টি স্টল। এবার উৎসবের থিম প্রাণের গান, দেশের মান, বন্দে মাতরম্। পরেশবাবু জানান, বন্দে মাতরমের ১৫০বছর পূর্তিকে সামনে রেখে এবার থিম রচনা হয়েছে। ১৯ ডিসেম্বর উল্লাস বাস স্ট্যান্ড থেকে পুরসভা পর্যন্ত সুসজ্জিত সাইকেল মিছিল হবে। বিভিন্ন দিনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিল্পীরা অংশ নেবেন। পাশাপাশি স্থানীয় ১৫০জন করে শিল্পী প্রতিদিন অংশ নেবেন। প্রসঙ্গত, পরেশবাবু জানান, গত পুর উৎসব থেকে আয় হওয়া প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা উৎসব কমিটি পুরসভাকে দিয়েছে পুরসভার পান্থশালার জায়গায় আরও একটি লজ তৈরির জন্য। শিগগিরই সেই কাজ শুরু হবে।

সাংবাদিক বৈঠকে পুরপ্রধান পরেশ সরকার ও অন্যেরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

18 December, 2025 • Thursday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
বৃহস্পতিবার

বুধবার স্থানীয় বাসিন্দারা দাঁতন থানা এলাকায় খালপাড়ে মানুষের মাথার খুলি ও হাড়গোড় পড়ে থাকতে দেখেন। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ হাড়গোড় উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে

মাধ্যমিক সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে জেলা প্রশাসন, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের দু'দফা বৈঠক

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০২৬ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বুধবার ঝাড়গ্রামে একটি উচ্চপর্যায়ের প্রস্তুতি বৈঠক হল সিধু কানহু হলে। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সচিব সুব্রত ঘোষ, মেদিনীপুর রিজিওনাল আধিকারিক পার্থ গোস্বামী, জেলা মাধ্যমিক পরীক্ষার কো-অর্ডিনেটর জয়দীপ হোতা, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক), জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক), ভেনু সেক্রেটারি, ভেনু ইনচার্জ-সহ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকেরা। বৈঠকটি দুটি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্যায়ে জেলাশাসকের মিটিং হলে পুলিশ, প্রশাসন, বন দফতর, বিদ্যুৎ দফতর, আরটিও-সহ বিভিন্ন দফতরের প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা হয়। পরীক্ষার দিনগুলিতে পরীক্ষার্থীদের যাতায়াত ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখা, জঙ্গল লাগোয়া এলাকার পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে জানানো হয়, প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রে সিসিটিভির মাধ্যমে কড়া নজরদারি থাকবে। এছাড়া পরীক্ষা কেন্দ্রে মোবাইল ফোন বা কোনও ধরনের আধুনিক গ্যাজেট নিয়ে প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে। এবার ঝাড়গ্রাম জেলায় মাধ্যমিকের মোট পরীক্ষার্থী ১৫,৩২১ জন। এর মধ্যে ছাত্র ৭,৬৬০ এবং ছাত্রী ৭,৬৬১ জন। জেলায় মোট স্কুলের সংখ্যা ১৬২টি। মোট পরীক্ষা কেন্দ্র ৩৯টি, যার মধ্যে মূল ভেনু ১৬টি ও সাব ভেনু ২৩টি। মোট কাস্টোডিয়ান কেন্দ্রের সংখ্যা ১০টি। উল্লেখযোগ্যভাবে, গত বছরের তুলনায় এ-বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে ১,৫৭০। এই প্রসঙ্গে ঝাড়গ্রাম জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) শক্তিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, মাধ্যমিক পরীক্ষা যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়, সে জন্য জেলা প্রশাসন ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আধিকারিকদের নিয়ে দুই দফায় বৈঠক হয়েছে। সমস্ত পরীক্ষা কেন্দ্রে সিসিটিভি নজরদারি থাকবে এবং কোনও ধরনের গ্যাজেট নিয়ে কেন্দ্রে প্রবেশ করা যাবে না।

বৈঠকে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আধিকারিকদের সঙ্গে জেলা প্রশাসন কর্তারা।

জেলায় জেলায় 'উন্নয়নের পাঁচালি' ট্যাবলো

বাংলার গৌরবোজ্জ্বল ১৫ বছর নিয়ে রাজ্যের জেলায় জেলায় চলছে রাজ্য সরকারের উন্নয়নের পাঁচালি শীর্ষক প্রচারাভিযান। এই উপলক্ষে জেলায় জেলায় ঘুরছে সুসজ্জিত ট্যাবলো। পূর্ব বর্ধমানের হেমাতপুর এলাকার তৃণমূল ভবন থেকে বুধবার পূর্বস্থলী ১ ব্লকের 'উন্নয়নের পাঁচালি' ট্যাবলোটির পতাকা নেড়ে সূচনা করলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

এবার পঞ্চায়েত স্তরে কাজের খতিয়ান জনসমক্ষে তুলে ধরতে উন্নয়নের পাঁচালি নামে ৮টি ট্যাবলো উদ্বোধন হল বুধবার। আসানসোলের সালানপুরে পানুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় থেকে এলাকার আটটি পঞ্চায়েতের জন্য আটটি ট্যাবলোর উদ্বোধন হয়। উপস্থিত ছিলেন বারাবনির বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ অসিত সিং-সহ অন্যান্য কর্মীরা।

ক্ষীরপাইয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষ বাইক-প্রাইভেটের, জখম ১

সংবাদদাতা, চন্দ্রকোনা : বুধবার দুপুরে চন্দ্রকোণা থানার অন্তর্গত ক্ষীরপাইয়ের বামারিয়া পেট্রোল পাম্পের সামনে ক্ষীরপাই-শ্রীনগর রাজ্য সড়কে একটি বাইক ও প্রাইভেট গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাইকটি ক্ষীরপাই থেকে রামজীবনপুরের দিকে যাচ্ছিল। অন্যদিকে রামজীবনপুর থেকে ক্ষীরপাইয়ের দিকে আসছিল প্রাইভেট গাড়িটি। বামারিয়া এলাকায় মুখোমুখি সংঘর্ষে দুমড়েমুচড়ে যায় বাইকটি। গুরুতর জখম হন বাইক আরোহী। গাড়িটির দুই সওয়ারির কিছু না হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সামনের অংশ। খবর পেয়ে দূর্ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ক্ষীরপাই ফাঁড়ির পুলিশ। জখম বাইক আরোহী ক্ষীরপাইয়ের বাসিন্দা মানস মঙ্গলকে উদ্ধার করে প্রথমে ক্ষীরপাই গ্রামীণ হাসপাতালে, পরে মেদিনীপুর মেডিক্যালে স্থানান্তরিত করা হয়।

চাকদহের রাস্তায় উদ্ধার মহিলার নলি-কাটা দেহ

প্রতিবেদন : বুধবার সকালে চাকদহ থানা এলাকার সুটর হাটখোলার রাস্তার ধারে হাটে আসা মানুষজন অজ্ঞাতপরিচয় এক মহিলার নলি-কাটা দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। তাঁদের দাবি, মহিলার বয়স আনুমানিক বছর ৩০। দেহ উদ্ধারের পর ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চাকদহ থানার পুলিশ। মহিলার পরিচয় জানারও চেষ্টা চলছে। তদন্তকারীদের অনুমান, অন্য কোনও এলাকার বাসিন্দা ছিলেন ওই মহিলা। এবং অন্য কোথাও খুন করেই দেহটি এখানে ফেলে যাওয়া হয়। স্থানীয়রা তাঁকে কেউ চিনতে পারেননি বলে জানা গিয়েছে। কল্যাণীর জহরলাল নেহরু হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে দেহটি। পাশাপাশি খুনের কারণ কী, খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

হরিণঘাটায় আইসক্রিম কারখানায় বিস্ফোরণ, ছিন্নভিন্ন মালিকের দেহ

প্রতিবেদন : নদিয়ার হরিণঘাটায় আইসক্রিম কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে বুধবার সকালে। বিরহী ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের হালদারপাড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় কারখানা মালিক সন্তোষ রায়ের। বিস্ফোরণের ফলে তাঁর দেহটি একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। আহত হন আরও একজন। স্থানীয়দের মতে, এই কারখানাটি আসলে একটি ছোট বরফকল, যেখানে আইসক্রিমও তৈরি করা হয়। বুধবার সকালে তিনজন কর্মী কাজ করছিলেন সেখানে। হঠাৎই বিকট শব্দে এলাকা কেঁপে ওঠে। চারপাশে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক ধারণা, ওই কারখানার মেশিনের কমপ্রেসার ফেটে গিয়েই এই বিস্ফোরণ ঘটেছে। নিহত মালিক সন্তোষ রায় কল্যাণীর মদনপুর গৌরাঙ্গপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন। বিস্ফোরণের জেরে কারখানাটির বড়সড় ক্ষতি হয়েছে। ছাদের টিন ফেটে গিয়েছে। যন্ত্রপাতিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্থানীয় বাসিন্দা মৃদুল সরকার বলেন, হঠাৎ ভয়ঙ্কর একটা শব্দ শুনি। ১০ মিনিটের মধ্যেই জানতে পারি, আইসক্রিম কারখানার মালিক মারা গিয়েছেন। ঘটনাস্থলে গিয়ে যা দেখেছি, তা সত্যিই ভয়ঙ্কর। মালিকের দেহ ছিন্নভিন্ন, বুক থেকে মাথা নেই। দেওয়ালে রক্তমাখা অংশ ছড়িয়ে আছে। বিস্ফোরণের জেরে কারখানার ছাদের টিনও উড়ে গিয়েছে।

নাবালকের বিয়ে রুখলেন শিশু সুরক্ষা দফতরের কর্মীরা

সংবাদদাতা, খড়্গপুর : মেয়ের বয়স ১৮ পেরোলেও বর নাবালক। ১৬ বছরের নাবালকটি এক তরুণীর প্রেমে পড়ে সিদ্ধান্ত নেয়, তারা বিয়ে করে সংসার পাতবে। পরিবার মেনে নেবে না ভেবে লুকিয়ে বিয়ে করে একসঙ্গে থাকতেও শুরু করে। কিন্তু কোনওভাবে এই বিয়ের খবর পৌঁছয় শিশু সুরক্ষা দফতরে। ফলে দফতরের কর্মীরা নাবালকের বাড়ি হাজির হন। কিন্তু তাঁদের সামনে ছেলে-বৌমাকে আনতে নারাজ বাড়ির লোকজন। শেষে বাড়ির কর্তাকে গ্রেফতারের হুমকি দিলে কাজ হয়। নাবালক বরের সঙ্গে নববধূর বেশে বেরিয়ে আসেন তরুণীও। তরুণীকে মুচলেকা লিখিয়ে তাঁর বাবা-মায়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়। খড়্গপুর ২ ব্লকের পলশা গ্রাম পঞ্চায়েতের খুঁটিয়া এলাকার এই ঘটনায় কিশোরটি মামার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল তরুণীকে নিয়ে। দফতরের কর্মীদের সঙ্গে এই বিয়ে রুখতে যান স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা, আশাকর্মী, সিডিপিও ও প্রশাসনিক কর্তারা।

আচমকা আগুনে ছাই মাটির দোতলা বাড়ি, মৃত গৃহকর্তা

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম: মঙ্গলবার রাতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল বেলিয়াবেড়া থানার অন্তর্গত তাল গ্রামের একটি বাড়ি। আগুনে পুড়ে মৃত্যু হল গৃহকর্তা মঙ্গল মল্লিকের (৭২)। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে প্রাণে বেঁচেছেন নিহতের স্ত্রী সন্ধ্যা মল্লিক ও বৌমা সবিতা মল্লিক। বাড়ির দোতলায় নিয়মিত রান্না হত এবং সেখানে প্রচুর জ্বালানি কাঠ মজুত ছিল। মঙ্গলবার রাতেও দোতলায় রান্না চলছিল বলে পুলিশের দাবি। ঘটনার সময় বৃদ্ধ মঙ্গল মল্লিক দোতলাতেই ছিলেন। স্ত্রী ও বৌমা ছিলেন নিচতলায়। আচমকাই দোতলায় আগুন লেগে ছড়িয়ে পড়ে। সবিতা কোনওক্রমে শাশুড়ি সন্ধ্যা এবং বাড়ির ছাগলগুলিকে উদ্ধার করে বাইরে নিয়ে পারলেও দোতলায় আটকে পড়েন মঙ্গলবাবু। প্রতিবেশীরা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ও দমকলকে খবর দেন। ঝাড়গ্রাম থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও ততক্ষণে পুরো বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বুধবার সেখানে যান গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের বিডিও রাহুল বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শর্বরী অধিকারী, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ টিঙ্কু পাল-সহ প্রশাসন কর্তারা। ব্লক প্রশাসনের পক্ষে দুই মহিলার হাতে শুকনো খাবার, রান্নার বাসনপত্র, কম্বল ও জামাকাপড় তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ জানায়, তাল গ্রামে ঘিঞ্জি এলাকায় ছিল মঙ্গলবাবুদের অ্যাসবেস্টসের ছাউনি দেওয়া মাটির দোতলা বাড়ি। ছেলে ঝণ্টু দুই ছেলেকে নিয়ে মণিপুরে কাজ করেন। অগ্নিদগ্ধ মঙ্গলকে উদ্ধার করে তপসিয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। বেঁচে যাওয়া দুই মহিলা আত্মীয়বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন।

১০
১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
বৃহস্পতিবার

আমার বাংলা

18 December, 2025 • Thursday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সিতাইয়ে নিষিদ্ধ ইয়াবা ট্যাবলেট-সহ ধৃত বিজেপি মণ্ডল সভাপতি ও কর্মী

সংবাদদাতা, কোচবিহার : দিনহাটা বিধানসভার বিজেপির ৬ নম্বর মণ্ডল সভাপতি-সহ এক কর্মীকে নিষিদ্ধ ইয়াবা ট্যাবলেট-সহ গ্রেফতার করেছে সিতাই থানার পুলিশ। বুধবার বিকেল সাড়ে তিনটের সময় পুলিশ এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে গোপন সূত্রের ভিত্তিতে সাগরদিঘি এলাকায় কামতেশ্বরী সেতুর কাছে এক অভিযান চালানো হয়। সেখানে স্কুটিতে করে যাওয়া দুই অভিযুক্তকে আটক করা হয়।

তল্লাশিতে পুলিশের হাতে ধৃত কৃষ্ণ বর্মন ও আশুতোষ রায়।

তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে ৫৫ গ্রাম নিষিদ্ধ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। অভিযুক্তদের একজন কৃষ্ণ বর্মন, যিনি দিনহাটা বিধানসভার ৬ নম্বর মণ্ডলের বিজেপি সভাপতি। অন্যজন আশুতোষ রায়, স্থানীয় বিজেপি কর্মী। পুলিশ ধৃত দুজনের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা দায়ের করেছে। আজ বুধবার তাঁদের কোচবিহারের এনডিপিএস বিশেষ আদালতে হাজির করা হয়। মামলার তদন্ত চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে সরকার

(প্রথম পাতার পর)

মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। রেলমন্ত্রী ক্ষমা চাইছেন এমন ঘটনা একটিও নেই। মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমা চেয়েছেন এবং ভবিষ্যতে যাতে এ-ধরনের ঘটনা না ঘটে তা সুনিশ্চিত করতে কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছেন। কিন্তু কেউ কেউ ঘটনা নিয়ে রাজনীতি করার চেষ্টা করছেন। তাঁরা আসলে বাংলাকে ছোট করছেন।

দেশে ফুটবলের মক্কা বাংলা। সে-কথা মনে করিয়ে দিয়ে সাংসদ বলেন, দর্শকেরা মেসিকে দেখতে আশা এবং উৎসাহ নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু কয়েকজনের ব্যবহার, আচার-আচরণ এবং বেশি উৎসাহিত হয়ে আদিখ্যেতার কারণে ফুটবলপ্রেমীরা নিরাশ হয়েছেন। ফলে তাঁদের তো জবাব দিতেই হবে। যে-অনুষ্ঠান সেদিন হওয়ার কথা ছিল, তা হয়নি। নিধারিত সময়ের অনেক আগেই মেসি মাঠ ছেড়ে এয়ারপোর্টে চলে যান অন্য রাজ্যের উদ্দেশে। যারা পুজোয় জামা না কিনে টাকা জমিয়ে মেসিকে দেখবে বলে ৫, ১০, ১৫ হাজার টাকা দামের টিকিট কেটেছিল, তাদের হতাশ হওয়ার যথার্থ কারণ আছে। এটা নিয়ে রাজনীতির অর্থ হয় না। যাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছিল কিংবা অভিযোগ ছিল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পুলিশের প্রতিনিধি হোন, যুবভারতীর সিইও হোন কিংবা মন্ত্রিসভার সদস্য হোন— মুখ্যমন্ত্রী ব্যবস্থা নিচ্ছেন। তদন্ত হচ্ছে। ঘটনায় যাদের গাফিলতি ছিল, শৈথিল্য ছিল কিংবা যারা জড়িত ছিল, তাদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেই আশা করা হচ্ছে।

ভুল করে অন্যের অ্যাকাউন্টে ১৮ লাখ উদ্ধার করে দিল সাইবার ক্রাইম থানা

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : আলিপুরদুয়ারের এক ব্যবসায়ী নিজের ভুলে এক অচেনা ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে চারবারে প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। একটি ব্যবসায়িক লেনদেন করতে গিয়েই তিনি ওই ভুলের শিকার হন। কিন্তু যখন বিষয়টি বুঝতে পারেন, তখন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে দ্রুত ৪ ডিসেম্বর আলিপুরদুয়ার সাইবার থানার শারণাপন্ন হন। এরপর এনসিআরপি পোর্টালের মাধ্যমে ওই ব্যবসায়ী

সৌরভ দাগা আলিপুরদুয়ার সাইবার ক্রাইম থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে জানান, ভুলবশত এক অচেনা ব্যক্তিকে চারবারে তিনি মোট ১৭,৭৯,২১০/- টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। অভিযোগ পেয়ে সক্রিয় হয় আলিপুরদুয়ার সাইবার ক্রাইম থানা। বিষয়টি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে সেই টাকা উদ্ধারের ব্যবস্থা করে। শেষ পর্যন্ত সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর, পুরো টাকাটাই উদ্ধার করে সাইবার ক্রাইম থানা। উদ্ধার করা সেই টাকা অভিযোগকারীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ফিরিয়ে দিয়েছে তারা। ঘটনায় খুব খুশি ওই ব্যবসায়ী। তৎপরতার জন্য মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সাইবার ক্রাইম থানা ও জেলা পুলিশকে।

পুরাতন মালদহ পুর চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ

সংবাদদাতা, মালদহ: পুরাতন মালদহ পুরসভার নতুন চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন বিভূতিভূষণ ঘোষ। রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী সোমবার সদর মহকুমা শাসকের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ নেন। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান ঘিরে পুরসভা চত্বরে দেখা যায় দলীয় কর্মী-সমর্থকদের ব্যাপক উৎসাহ। স্লোগান ও করতালিতে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যানকে শুভেচ্ছা জানাতে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রতিনিধি, দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীরা। একই সঙ্গে ভাইস চেয়ারম্যান পদে বহাল থাকলেন শফিকুল ইসলাম।

রোহিঙ্গা বাংলাদেশি কোথায়

(প্রথম পাতার পর)

হত্যালীলা চালাল সেই আইবি চিফকেই আবার এক বছরের এক্সটেনশন দেওয়া হল। সেই আইবি চিফ থাকাকালীনই দিল্লিতে বোমা বিস্ফোরণে অনেকের প্রাণ গেল, তার পরও তিনি পদে আসীন! এর জবাব দেবেন না আপনারা? যারা বাংলাকে খাটো করতে চেয়েছে, তারাই আজ ছোট হয়েছে। আকাশের দিকে মুখ করে থুতু ফেললে নিজের গায়েই পড়ে, বিজেপি নেতাদের সেটা ভেবে দেখার সময় এসেছে।

অভিষেক আরও বলেন, অমানবিকভাবে পরিচালিত হয়েছে এসআইআর। পরিচালনার চাপ সামাল দিতে না পেরে বাংলায় বিএলওদের আত্মহত্যা করতে হয়েছে। এর দায় এড়াতে পারে না জাতীয় নির্বাচন কমিশন। সাফ জানিয়ে দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী বছর বাংলার বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে বিজেপি টাকা দিয়ে বাংলার ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করলে লাভ কিছুই হবে না। বাংলার বিধানসভা নির্বাচনে গতবারের তুলনায় আসন বাড়বে তৃণমূলের, সাফ জানিয়ে দিলেন অভিষেক। বিজেপি বাংলার জন্য কী কী সমস্যা তৈরি করেছে, কীভাবে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি করছে, সেই বিষয় নিয়ে আরও বেশি প্রচার করা প্রয়োজন। এদিন দিল্লি থেকে কলকাতা রওনা দেওয়ার আগে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক জানান, শুক্রবার তিনি বীরভূমে গিয়ে বাংলাদেশ থেকে দেশে ফেরা সোনালি খাতুনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

জয়নগর-১ ব্লকে পথশ্রীতে ৩১টি রাস্তার কাজ

প্রতিবেদন : বর্ষায় জল-কাদা মাড়িয়ে পৌঁছতে হত বাড়িতে। গ্রামের বাসিন্দাদের আর দুর্দশা পোহাতে হবে না। এই সমস্যা দূর হতে চলেছে জয়নগরের দক্ষিণ বারাসত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। তাঁরা পাচ্ছেন প্রথশ্রী-৪ প্রকল্পে রাস্তা। এমন এলাকায় বুধবার দুটি নতুন রাস্তায় ইট বসিয়ে উদ্বোধন করলেন বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। ছিলেন জয়নগর ১ ব্লকের বিডিও শুভদীপ দাস, পঞ্চায়েত প্রধান জয়ন্তী হালদার প্রমুখ। ব্লক সূত্রে খবর, পথশ্রী-রাস্তাশ্রী ৪ প্রকল্পে ৩১টি রাস্তার কাজ হবে। যার মধ্যে ২৫টি রাস্তা হচ্ছে ব্লক থেকে। ৬টি রাস্তা হবে

রাস্তা উদ্বোধনে বিশ্বনাথ দাস, শুভদীপ দাস প্রমুখ।

পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থার হাত ধরে। এছাড়া আরও ৫টি নতুন রাস্তার অনুমোদন মিলেছে জয়নগর ১ ব্লকে।

শিল্প-বাণিজ্য সম্মেলন আজ

(প্রথম পাতার পর)

প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত থাকবেন 'ইন্ডাস্ট্রি লিডাররা'। ক্যাপ্টেনরা। উদ্যোগপতিরা। এ-ছাড়াও উপস্থিত থাকবেন বহু বিশিষ্টজন। বছর ঘুরলেই বিধানসভার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সকলেই ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। ফলে রাজ্যের শিল্প বিনিয়োগ এবং সেই সংক্রান্ত কাজ যাতে থমকে না যায় তাই আগেই সেই কাজটি সেরে রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রারম্ভিক উদ্বোধনের পর এদিন থাকছে সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে 'রাউন্ড দ্য টেবিল বৈঠক'। আলোচনা হবে বিনিয়োগ প্রস্তাব ও নতুন সম্ভাবনা নিয়ে। বাংলায় বাকিদের তুলনায় কেন এগিয়ে তা নিয়ে বলবেন মুখ্যমন্ত্রী। বলবেন শিল্পপতিরাও।

ফের চালু আলিপুরদুয়ার শ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লি

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : মেরামতির পর বৃহস্পতিবার ফের চালু হতে চলেছে আলিপুরদুয়ার শ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লি। গত জুলাই মাসে আচমকা ঝড়ে গাছ ভেঙে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল চুল্লিটি। তারপর থেকে বন্ধ ছিল। ফলে ভোগান্তি হয় আলিপুরদুয়ারবাসী। বিশেষ করে জেলা হাসপাতালে জমতে থাকে বেওয়ারিশ লাশের পাহাড়। সেই মৃতদেহ সৎকার করতে নানান বাধার মুখে পড়তে হয়েছিল প্রশাসনকে। অবশেষে সেই সমস্যাও মিটতে চলেছে। বৃহস্পতিবার থেকে আলিপুরদুয়ার পুরসভা বৈদ্যুতিক চুল্লিটি ফের চালু করতে চলেছে। বৃহস্পতিবার থেকেই মৃতদেহ সৎকারের কাজ চলবে। বিকল চুল্লি মেরামত করতে পুরসভা বার বার টেন্ডার ডাকার পরেও কোনও এজেন্সি আসছিল না কাজটি করতে। চতুর্থবারের টেন্ডারে বিকল চুল্লি মেরামত করা হয়। পুর চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, চুল্লি মেরামতে পুরসভার নিজস্ব তহবিল থেকে ২২ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। মেরামতির কাজ শেষ হওয়ায় বৃহস্পতিবার থেকে ফের বৈদ্যুতিক চুল্লিটি চালু করে দেওয়া হচ্ছে।

ফুড ডেলিভারি বয়ের ব্যাগে হেরোইন

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : ব্যাগ তল্লাশি করতেই উদ্ধার বিপুল হেরোইন। কোনও ড্রাগ পেডলার নয়, বরং নামী সংস্থার ফুড ডেলিভারি বয়ের ব্যাগ থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ মাদক। এমন ঘটনায় অবাক শিলিগুড়ি পুলিস। মঙ্গলবার রাতে গোপন খবর পেয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ডুমরিয়া এলাকায় অভিযান চালায় খড়িবাড়ি থানার পুলিস। সেখানে সন্দেহভাজন এক ফুড ডেলিভারি বয়কে আটক করে। তল্লাশি চালাতেই তার ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় প্রচুর পরিমাণ হিরোইন। আনুমানিক বাজার মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। সুজিত হাঁসদা নামে ওই ডেলিভারি বয়কে গ্রেফতার করে পুলিস।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অস্ট্রেলিয়ার বন্ডাই সমুদ্রতটে গণহত্যার প্রেক্ষিতে এবার দিল্লিতেও ইজরায়েলি ও ইহুদি প্রতিষ্ঠানগুলির নিরাপত্তা আরও আঁটোসাঁটো করা হয়েছে। বিশেষ নজরদারি চলছে ইহুদিদের সপ্তাহব্যাপী হনুক্কাহো উৎসবে

দিল্লি দরবার

১১
১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
বৃহস্পতিবার

দুই সাংসদের প্রশ্নে নাস্তানাবুদ কেন্দ্র

ভারত-পাক সীমান্তে তো তৃণমূল সরকার নেই তা হলে অনুপ্রবেশ কেন?

নয়াদিল্লি : ভারত-পাক সীমান্তে তো তৃণমূল সরকার নেই , সেখানে অনুপ্রবেশ হচ্ছে কেন? সংসদে এই প্রশ্ন তুলে মোদি সরকারকে রীতিমতো চেপে ধরল তৃণমূল। কোনও উত্তরই দিতে পারল না কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। অনুপ্রবেশ রুখতে কেন্দ্রের ব্যর্থতার কথা স্বীকারই করে নিল মোদি সরকার। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মায়ানমার, নেপাল এবং ভুটান দিয়ে যে অনুপ্রবেশ চলছে তা লোকসভায় স্বীকার করে নিল কেন্দ্রীয় সরকার। তৃণমূলের ২ সাংসদ জগদীশচন্দ্র বসুনিয়া এবং শর্মিলা সরকার অনুপ্রবেশ ইস্যুতে রীতিমতো চেপে ধরেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাইকে। তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে ৫টি দেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের ঘটনা স্বীকার করতে বাধ্য হন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। লক্ষণীয়, সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব যেহেতু স্বরাষ্ট্র দফতরের অধীনে বিএসএফের, সেই কারণেই অনুপ্রবেশ রোখার ক্ষেত্রে কেন্দ্রের ব্যর্থতা অস্বীকার করার কোনও উপায়ই নেই মোদি সরকারের। অনুপ্রবেশকারীরা বিরোধীদের ভোটব্যাঙ্ক বলে মন্তব্য করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কয়েকদিন আগে মিথ্যাচার করে নিজেদের ব্যর্থতার দায় ঝেড়ে ফেলতে চাইলেও, অনুপ্রবেশ নিয়ে কিন্তু কেন্দ্রকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন বিরোধীরা। বুধবার স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর স্বীকারোক্তি প্রমাণ করে দিল, সঠিক কথাই বলেছে বিরোধীরা। তবে নিজেদের পক্ষে সাফাই গাইতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে,২০১৪ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত মোট ২০ হাজার ৮০৬ জন অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত গ্রেফতারির সংখ্যা ৩১২০জন। এদিকে সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে এদিন বিজেপিকে এক হাত নিয়েছেন তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, টার্গেট করে বাংলাকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হচ্ছে। বিজেপি নানা গল্প ফেঁদেছিল। সেইসব গল্প খারিজ করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এখন কোথায় গেল এক কোটি বাংলাদেশি! কোথায় গেল এক কোটি রোহিঙ্গা?

ব্যর্থতা স্বীকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, নিজেদের অপদার্থতা চাপা দিতে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের দায় যখন রাজ্যের ঘাড়ে চাপাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বিজেপি তখন তৃণমূল পাল্টা আক্রমণ করে প্রশ্ন তুলেছে, ভারত-পাক সীমান্তে তো তৃণমূল সরকার নেই। তা হলে সেখানে অনুপ্রবেশ হচ্ছে কেন? এরজন্য দায়ী কে? লক্ষণীয়, তৃণমূলের ২ সাংসদ শর্মিলা সরকার এবং জগদীশচন্দ্র বাসুনিয়ার প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সংসদে জানিয়েছে, ভারত এবং পকিস্তানের মধ্যে প্রায় ১৫৫ কিমি এলাকায় এখনও কোনও ফেন্সিং নেই। ঠিক এই জায়গাটাতেই মোদি সরকারকে চেপে ধরেছে তৃণমূল। সাংসদ শর্মিলা সরকার এ ব্যাপারে দু'টি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন তোলেন। কেন্দ্রের কাছে তিনি জানতে চান, ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে তো তৃণমূলের সরকার নেই। তাহলে সেখানে গোটা এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া গেল না কেন? সবচেয়ে বড় কথা, বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের যে সীমান্ত রয়েছে, তার একটা বড় অংশই জলা। সেখানে কাঁটাতারের বেড়া লাগানো যাবে কীভাবে? তৃণমূলের যুক্তির মুখে স্পষ্টতই নিরুত্তর বিজেপি। বেআব্রু তাদের দুরভিসন্ধি।

এদিকে সংসদের প্রবেশ পথে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করিকে মুখোমুখি হয়ে প্রবীণ তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কটাক্ষের সুরে করে জানতে চান, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর মত নীতীনজি আপনিও কী বাংলায় একজন ঘুসপেটিয়া (অনুপ্রবেশকারী) খুঁজে পেয়েছেন? এতদিন ধরে চেঁচালেন এক কোটি ঘুসপেটিয়া আছে বাংলায়, তাহলে তারা কোথায় গেল?

প্রকাশচিক বরাইক (রাজ্যসভা)
উত্তরবঙ্গের বন্যাবিধ্বস্ত এলাকার মানুষের জন্য বকেয়া টাকা অবিলম্বে মিটিয়ে দিতে হবে। সেইসঙ্গে ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ অবিলম্বে বরাদ্দ করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে।

সাকেত গোখেল (রাজ্যসভা)
কলকাতা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে সরাসরি বিমান পরিষেবার ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলার ক্রমবর্ধমান পর্যটকদের স্বার্থেই।

কোন অধিকারে আটকে রাখা হয়েছে ২৫২৫ কোটি টাকা?

এখনই মেটান বাংলার ন্যায্য পাওনা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে হুঁশিয়ারি তৃণমূলের

নয়াদিল্লি : গত দেড় বছর ধরে আটকে রয়েছে বাংলার ন্যায্য প্রাপ্য। বাংলার ২৫২৫ কোটি টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রক। ফলে সমস্যা হচ্ছে বাংলার গ্রামে গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দিতে। এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে বাংলার বকেয়া টাকা মেটানোর দাবিতে বুধবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রী সি আর পাটিলের সঙ্গে বৈঠক করল তৃণমূল কংগ্রেসের ১০ সদস্যের সংসদীয় প্রতিনিধি দল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয় স্মারকলিপি। রীতিমতো হুঁশিয়ারির সুরে তৃণমূল জবাব চাইল, কোন অধিকারে আটকে রাখা হয়েছে বাংলার বকেয়া ২৫২৫ কোটি টাকা। ২০২৪ সালের অগাস্ট মাস থেকে বাংলাকে আর কোনও টাকা দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার। ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে বাংলাকে ৫০৫০ কোটি টাকা দেওয়ার থাকলেও দেওয়া হয়েছে মাত্র ২৫২৫ কোটি টাকা। এই সময়ে কেন্দ্রীয় বরাদ্দের থেকেও বেশি ২৪০১ কোটি টাকা খরচ করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। কেন বাংলার ন্যায্য প্রাপ্য টাকা আটকে রাখা হয়েছে? কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রীর কাছেই প্রশ্নের উত্তর জানতে চান তৃণমূল সাংসদেরা। জবাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যা জানান, সেখানে স্পষ্ট ইচ্ছাকৃতভাবে বাংলার টাকা আটকে রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন আসেনি বলে অজুহাত খাড়া করেছেন মন্ত্রী। তিনি জানান, অনুমোদন এসে গেলেই বাংলার বকেয়া টাকা রিলিজ করে দেওয়া হবে। বৈঠক শেষে তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় বলেন, অবিলম্বে বাংলার বকেয়া ২৫২৫ কোটি টাকা প্রদান করতে হবে। ওরা নিজেরাই ক্যাবিনেট অনুমোদন পায়নি। ওদের নিজেদের টাকাই নাকি রেডি নেই। এদিন শ্রমশক্তি ভবনে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ-করা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলে ছিলেন লোকসভার মুখ্য সচেতক কাকলি ঘোষ দস্তিদার, লোকসভার ডেপুটি লিডার শতাব্দী রায়, রাজ্যসভার ডেপুটি লিডার সাগরিকা ঘোষ, সাংসদ সৌগত রায়, মহম্মদ নাদিমুল হক, অরূপ চক্রবর্তী, প্রতিমা মণ্ডল, আবু তাহের খান, জগদীশচন্দ্র বাসুনিয়া এবং মিতালি বাগ। এদিকে, দিল্লিতে দলের সাংসদদের সঙ্গে বৈঠকে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সাফ জানিয়ে দেন, ইস্যুভিত্তিক আক্রমণের ক্ষেত্রে দলের অভ্যন্তরে সুপরিকল্পিত সমন্বয় সাধন ও শৃঙ্খলারক্ষা জরুরি। বাংলার বকেয়া ইস্যুতে বিজেপি তথা কেন্দ্রীয় সরকারকে সংসদের ভিতরে ও বাইরে লাগাতার ঝাঁজালো আক্রমণ চালিয়ে যেতে হবে। মোদি সরকার কীভাবে বাংলার ন্যায্য প্রাপ্য ২ লক্ষ কোটি টাকা আটকে রেখেছে, তা গোটা দেশের সামনে তুলে ধরতে হবে। যতদিন না বাংলার বকেয়া টাকা হাতে পাওয়া যাচ্ছে, ততদিন আন্দোলনের ঝাঁজ কমবে না।

বাংলার বকেয়ার দাবিতে জলশক্তিমন্ত্রীর কাছে তৃণমূলের সাংসদেরা।

দলের সাংসদদের শৃঙ্খলা রক্ষার নির্দেশ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নয়াদিল্লি : দলীয় সাংসদদের শৃঙ্খলারক্ষার নির্দেশ দিলেন তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার দিল্লিতে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভা ও রাজ্যসভার সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক করেন অভিষেক। স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, সব সাংসদদেরই দলের শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে।

তথ্য প্রমাণ হাতে আসুক, তারপরে পদক্ষেপ। ই-সিগারেট বিতর্কে সাফ জানালেন দলনেতা

এই প্রসঙ্গেই তিনি জানান, লোকসভা ও রাজ্যসভা দুই কক্ষেই বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে চেপে ধরতে বাড়াতে হবে পারস্পরিক সমন্বয়। কোনও ইস্যুতে সভার ভিতরে বা বাইরে বক্তব্য রাখতে হলে সংশ্লিষ্ট সাংসদকে আগে তাঁর সংসদীয় নেতৃত্বের অনুমতি নিতে হবে, সাফ জানান তিনি। একইসঙ্গে তিনি আরও জানান, কোনও সাংসদ যদি কোথাও নিমন্ত্রণ পান, তাহলে সেখানে যাওয়ার আগেও দলের সংসদীয় নেতৃত্বের অনুমতি নিতে হবে। কারণ, একজন ব্যক্তি তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ হয়েছেন বলেই তিনি আজ আমন্ত্রণ পাচ্ছেন। এখানে দলই বড়, ব্যক্তি নয়। এর আগে তৃণমূল সুপ্রিমো বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও দলের সাংসদদের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা ও সমন্বয় বাড়ানোর উপরে জোর দিয়েছিলেন। মোদি সরকারের বাংলা ও বাঙালি বিরোধী আচরণের বিরুদ্ধে একযোগ হয়ে সোচ্চার হতে হবে সংসদের ভিতরে ও বাইরে, সবাইকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন দলনেত্রী। বুধবার সেই সুরেই দলের সাংসদদের সামনে আগামীর রূপরেখা তুলে ধরেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভায় দলের নেতা ডেরেক ও ব্রায়ান, ডেপুটি লিডার সাগরিকা ঘোষ, লোকসভার চিফ হুইপ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, ডেপুটি লিডার শতাব্দী রায়, সাংসদ দোলা সেন, সুখেন্দু শেখর রায়, প্রতিমা মণ্ডল, বাপী হালদার, অসিত মাল, অরূপ চক্রবর্তী-সহ দিল্লিতে উপস্থিত অন্যান্য সাংসদেরা।

বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ইতিহাস অন্তর্ভুক্তির দাবি

নয়াদিল্লি : এনসিইআরটি-র পাঠ্যবইয়ে বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সংসদের অধিবেশনে বুধবার তিনি বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস তুলে বলেন, জাতীয় পাঠ্যক্রমে এই ইতিহাস দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের ৭০% বিপ্লবীরা বাঙালি ছিলেন। বক্তৃতায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় মেদিনীপুরে ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'ওরা বীর, ওরা আকাশে জাগাত ঝড়।' তিনি স্মরণ করেন, ১৯৩১ সালের ৭ জুলাই ভোর ৩টা ৪৫ মিনিটে রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানের অন্যতম বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ওই দিনই সন্ধ্যায় মেদিনীপুরের জেলা শাসক জেমস পেডিকে গুলি করে হত্যা করেন বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্ত ও জ্যোতিজীবন ঘোষ। পরে তাঁদের আন্দামানের সেলুলার জেলে নির্বাসন দেওয়া হয়।

দেশ বিদেশ

18 December, 2025 • Thursday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মিথ্যা ও উসকানিমূলক খবর পরিবেশনের অভিযোগ। ব্রিটিশ সংবাদসংস্থা বিবিসি-র বিরুদ্ধে ১০০০ কোটি ডলারের মামলা দায়ের করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

বিশবাঁও জলে সাড়ে ৬ লক্ষ কোটির ৪৩১টি প্রকল্প, শোচনীয় হাল রেলের

তৃণমূলের প্রশ্নে অস্বস্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার

নয়াদিল্লি: ভারতের রেল পরিষেবার দৈন্যদশা স্পষ্ট হল কেন্দ্রের দেওয়া তথ্যেই। ভারতীয় রেলের পরিকাঠামো উন্নয়নের মন্থর গতি নিয়ে লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মালা রায়ের প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব যে তথ্য পেশ করেছেন, তা দেশের রেল ব্যবস্থার এক কঙ্কালসার চিত্র এবং একইসঙ্গে সাফল্যের দাবি ঘিরে সংশয় স্পষ্ট করেছে। গত ১ এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, দেশ জুড়ে ৪৩১টি রেল প্রকল্প অনুমোদিত হয়ে থাকলেও তার সিংহভাগই এখনও বিশবাঁও জলে। নতুন লাইন স্থাপন, গেজ পরিবর্তন এবং ডাবলিং মিলিয়ে মোট ৩৫,৯৬৬ কিলোমিটার রেললাইন তৈরির লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও এর একটি বড় অংশের নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও কাজ এগোয়নি। বিশাল কর্মযজ্ঞের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল প্রায় ৬.৭৫ লক্ষ কোটি টাকা, যার মধ্যে ইতিমধ্যে ২.৯ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় হয়ে গেলেও প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন নিয়ে সংশয় কাটেনি।

রেলমন্ত্রীর পেশ করা পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০৯ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে প্রতিদিন গড়ে ৪.২ কিলোমিটার নতুন ট্র্যাক তৈরি করা হত। বর্তমানে অর্থাৎ ২০১৪-২৫ পর্বে তা বেড়ে ৮.৫৭ কিলোমিটার হলেও এখনও বহু জায়গায় কাজ অসম্পূর্ণ রয়েছে। যদিও সরকারিভাবে একে দ্বিগুণ বৃদ্ধি বলে দাবি করা হচ্ছে, তবুও বাস্তব পরিস্থিতির বিচার করলে ৪৩১টি প্রকল্পের মধ্যে ১৫৪টি নতুন লাইনের কাজ এখনও অসম্পূর্ণ। অসমাপ্ত কাজ সাধারণ মানুষের ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে পাঞ্জাবের মতো রাজ্যে ৭১৪ কিলোমিটার প্রকল্পের মধ্যে মাত্র ১১৫ কিলোমিটার সম্পন্ন হওয়া পরিকাঠামো উন্নয়নের গতি নিয়ে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন খাড়া করেছে। এই প্রকল্পগুলির দীর্ঘসূত্রতার জন্য রেলমন্ত্রী রাজ্য সরকারগুলির ঘাড়ে দায় ঠেলেছেন। তাঁর মতে, জমি অধিগ্রহণে বিলম্ব, বনাঞ্চল পরিষ্কারের অনুমতি না পাওয়া এবং আইন-শৃঙ্খলার অবনতির মতো সমস্যাগুলো প্রকল্পের খরচ ও সময়— উভয়কেই বাড়িয়ে দিচ্ছে। এছাড়া ভৌগোলিক প্রতিকূলতা ও কাজের উপযোগী সময়ের অভাবকেও নিজেদের ব্যর্থতার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে রেল মন্ত্রক।

২০০৯-'১১ সময়কালে তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষিত প্রকল্পগুলি কেন এখনও অধরা, সে-সম্পর্কে সাংসদের নির্দিষ্ট প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেননি মন্ত্রী। বিপুল অর্থ বরাদ্দ সত্ত্বেও কেন সাধারণ মানুষ এখনও সময়মতো পরিষেবা পাচ্ছে না এবং কেন কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ের অভাবে সাধারণের করের টাকা অপচয় হচ্ছে, তার কোনও দিশা রেলমন্ত্রীর এই জবাবে মেলেনি।

হামলার হুমকির পর তলব বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে

নয়াদিল্লি: বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশনের নিরাপত্তা নিয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের মধ্যে বুধবার দিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহকে তলব করল ভারতের বিদেশমন্ত্রক। ঢাকায় ভারতীয় মিশনের চারপাশে চরমপন্থী গোষ্ঠীর ক্রমাগত উসকানিমূলক তৎপরতা এবং নিরাপত্তার অভাব নিয়ে ভারত কড়া বার্তা দিয়েছে ঢাকাকে। ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট

ভোটের আগে অশান্তির আবহ

জানানো হয় যে, বাংলাদেশে সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলি ভারত বিরোধী যে 'মিথ্যা বয়ান' তৈরি করার চেষ্টা করছে, তা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করছে নয়াদিল্লি।

বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, এটি দুর্ভাগ্যজনক যে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই ঘটনাগুলো নিয়ে কোনও পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করেনি বা ভারতের সঙ্গে কোনও অর্থবহ তথ্য বা প্রমাণ শেয়ার করেনি। উল্লেখ্য, সোমবার বাংলাদেশের ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টির (এনসিপি) নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি (সেভেন সিস্টার্স) বিচ্ছিন্ন করা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আশ্রয় দেওয়ার হুমকি দেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করা হলে তার প্রভাব সীমান্তের ওপারেও পড়বে। ভারতের বিদেশমন্ত্রক তাদের আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে সরাসরি এই মন্তব্যের উল্লেখ না করলেও, এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই হাই কমিশনারকে তলব করা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকেই ঢাকা ও দিল্লির সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছে। বর্তমানে দুই দেশের সম্পর্কের অবনতির পেছনে বেশ কিছু কারণ উঠে এসেছে। সম্প্রতি 'ইনকিলাব মঞ্চ'র নেতা শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলার ঘটনায় ভারত ও আওয়ামি লিগ জড়িত বলে অভিযোগ তুলেছে সংশ্লিষ্ট সংগঠনটি। ভারত এই অভিযোগ দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। বাংলাদেশ সরকার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দ্রুত প্রত্যর্পণের দাবি জানিয়েছে। গত মাসে ঢাকার এক আদালত তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেয়। এই আবহে জামায়াতে ইসলামির প্রাক্তন আমিরের ছেলে আবদুল্লাহিল আমান আজমি সম্প্রতি ভারত বিরোধী বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন। এর পাশাপাশি বাংলাদেশে কট্টরপন্থী দলগুলির রাজনৈতিক সক্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারত উদ্বিগ্ন। ইউনুস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে বাংলাদেশের সাথে পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে। বাংলাদেশে আসন্ন নির্বাচনের আগে এই ভারত-বিরোধী মনোভাব এবং নিরাপত্তার অবনতি দুই প্রতিবেশী দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ওপর বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন খাড়া করেছে। এদিকে, চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলোর হুমকি এবং বাংলাদেশের কয়েকজন নেতার উসকানিমূলক মন্তব্যের জেরে নিরাপত্তা শঙ্কার কথা মাথায় রেখে বুধবার ঢাকায় ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্র (আইভিএসই) বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রাজধানীর প্রধান সমন্বিত ভিসা পরিষেবা কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত যমুনা ফিউচার পার্কে অবস্থিত ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্রটি বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণ দেখিয়ে এদিন দুপুর ২টোর সময় কার্যক্রম বন্ধ করা হয়। আইভ্যাক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বুধবার যাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নির্ধারিত ছিল, তাদের সবার জন্য পরবর্তী সময়ে নতুন তারিখ নির্ধারণ করা হবে।

রাজধানীর বায়ুদূষণের ব্যর্থতা মেনে নিল বিজেপি

নয়াদিল্লি: দূষণে বেহাল রাজধানীর পরিস্থিতি নিয়ে নিজেদের প্রশাসনিক ব্যর্থতা মেনে নিল বিজেপি সরকার। পাশাপাশি জানাল, এখনই দূষণ পরিস্থিতির উন্নতি করা সরকারের পক্ষে কার্যত অসম্ভব। আপ সরকারের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিল্লির পরিবেশমন্ত্রী মনজিন্দর সিং সিরসা জাতীয় রাজধানী শহরের বায়ুদূষণের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দিল্লির জনগণের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, দশ মাসের নির্বাচিত সরকারের পক্ষে দূষণের মাত্রা হ্রাস করা সম্ভব নয়। এক সাংবাদিক বৈঠকে সিরসা বলেন, আমি দিল্লির জনগণের কাছে ক্ষমা চেয়ে বলতে চাই দূষণের মাত্রা সম্পূর্ণরূপে কমানো এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেন, আমরা আগের সরকারের চেয়ে ভালো কাজ করছি এবং প্রতিদিন এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স কমিয়েছি। দূষণের এই রোগ আমাদের আপ দিয়েছে, এবং আমরা তা ঠিক করার জন্য কাজ করছি।

ভি বি-জি রামজি বিল

সংসদে শেষ দেখে ছাড়বে তৃণমূল

নয়াদিল্লি: 'ভি বি-জি রামজি' বিলটি দরিদ্র বিরোধী, যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর বিরোধী এবং অগণতান্ত্রিক। সরকার সংসদকে উপহাস করে বিলটিকে পর্যালোচনা না করেই জোর করে তড়িঘড়ি বিলটি পাশ করাতে চায়। ওরা মহাত্মা গান্ধীর নাম মুছে ফেলতে চায়। বুধবার স্পষ্টভাষায় এই মন্তব্য করলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। তাঁর সাফ কথা, কোনও ভাবেই রাজ্যসভায় এই বিল পাশ করানো যাবে না। পাঠাতে হবে সংসদীয় কমিটিতে। বুঝিয়ে দিলেন, মোদি সরকার যাই করুক না কেন, এই বিল নিয়ে শেষ দেখে ছাড়বে তৃণমূল। তৃণমূলের সুরেই এই বিলের তীব্র বিরোধীতায় নামল কংগ্রেস, আপ এবং ডিএমকের মতো বিরোধী দলগুলি।

এদিন লোকসভায় এই বিল নিয়ে বিতর্কে মোদি সরকারকে তীব্রভাষায় আক্রমণ করে প্রবীণ তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় বলেন, গান্ধীজিকে যারা অসম্মান করেছেন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন সাভারকর। ওনাকে মোদিজি আবার নিজের গুরু বলে মানেন। তাঁর শিষ্য হিসেবে মোদিজি আজ গান্ধীজির অপমান করছেন। আরও একবার দেশের গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ পীঠস্থানকে কালিমালিপ্ত করছে মোদি সরকার। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে অসম্মান করে অগণতান্ত্রিক, সংবিধান বিরোধী বিল 'ভি বি- জি রামজি' (বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) বিল সংসদের দুটি কক্ষে পাশ করানোর জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে মোদি সরকার। এই নোংরা চক্রান্ত সফল করার জন্য বিরোধী শিবিরের যাবতীয় আপত্তি অগ্রাহ্য করে বুধবার লোকসভায় এই বিতর্কিত বিল নিয়ে আলোচনা শুরু করা হয়। গায়ের জোরে লোকসভায় এই বিল পাশ করার পরে বৃহস্পতিবার এই বিল পাশ করানোর চেষ্টা হবে রাজ্যসভায়, এটা আন্দাজ করেই বুধবার সবার আগে সোচ্চার হয় তৃণমূল কংগ্রেস। সংসদীয় সূত্রের দাবি, রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের পৌরোহিত্যে আয়োজিত বিষয় উপদেষ্টা কমিটি বা বিএসির বৈঠকে এই বিষয় নিয়ে সোচ্চার হন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। কোনওভাবেই রাজ্যসভায় এই বিল পাশ করা যাবে না, বিলটিকে পর্যালোচনার জন্য পাঠাতে হবে সংসদীয় কমিটির কাছে দাবি জানান তিনি। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রতিবাদ করে কংগ্রেস, আম আদমি পার্টি, ডিএমকের মতো দলগুলিও। এই অবস্থায় নীরব থাকে সরকারপক্ষ। তাদের এই নীরবতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন পরে ট্যুইটে বলেন, এসবের মাঝেই বুধবার লোকসভায় বিতর্কিত ভি বি রামজি বিলের তীব্র বিরোধিতা করেছেন তৃণমূল সাংসদরা। এই বিলকে অগণতান্ত্রিক, অসাংবিধানিক বলে সোচ্চার হয়ে তৃণমূল সাংসদ জুন মালিয়া প্রশ্ন করেন, কেন মনরেগা প্রকল্পে বাংলার ন্যায্য প্রাপ্য ৫২,০০০ কোটি টাকা আটকে রাখা হয়েছে? কেন্দ্রীয় সরকারের এই বঞ্চনার যোগ্য জবাব দেবেন বাংলার মানুষ, ২৬-র নির্বাচনে, লোকসভায় বলেন জুন মালিয়া। একই সুরে বিলটির বিরোধিতা করে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র বলেন, মনরেগা খাতে বাংলার ৫২,০০০ কোটি টাকা বকেয়া রাখা হয়েছে।

হিজাব-কাণ্ড, আরও নীচে নামলেন যোগীর মন্ত্রী

লখনউ : হিজাবকাণ্ডে নীতীশ কুমারের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে নিজেদের আরও নীচে নামাল বিজেপি। বুঝিয়ে দিল, তাদের রুচি কতটা নীচ। প্রমাণ করে দিল মহিলারদের প্রতি তাদের আদৌ কোনও শ্রদ্ধবোধই নেই। এক মুসলিম মহিলা চিকিৎসকের হিজাব টেনে নিন্দার ঝড়ে যখন টালমাটাল বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, ঠিক তখনই বিতর্কের আগুনে ঘি ঢাললেন উত্তরপ্রদেশের

নীতীশের পাশে দাঁড়িয়ে

যোগী সরকারের মন্ত্রী সঞ্জয় নিসাদ। নীতীশের সমর্থনে এগিয়ে এসে নির্লজ্জের মতো বললেন, নীতীশ যদি মহিলার অন্য কোথাও স্পর্শ করতেন, তাহলে কী হত! নিসাদের এই রুচিহীন মন্তব্যে ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ। প্রশ্ন উঠেছে, বিজেপির নেতৃত্বের নৈতিক চরিত্র নিয়ে। এদিকে নীতীশের আচরণের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই লখনউয়ের কায়সারবাগ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন সমাজবাদীপার্টির নেতা সুমাইয়া রানা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শীতের মরশুমে ঘুরে আসুন আমতা। সময় কাটাতে পারবেন দামোদরের চরে। মন্দিরে দর্শন পাবেন মা মেলাই চণ্ডীর। এখানকার বিখ্যাত পান্তুয়ার স্বাদ নিতে ভুলবেন না। যাওয়া যায় ট্রেনে এবং বাসে

ঐতিহাসিক শৈলশহর লোনাভালা

ভূশি জলাধার

শৈলশহর লোনাভালা। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এককথায় অসাধারণ। পাশাপাশি জায়গাটার ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। শীতের মরশুমে সপরিবার ঘুরে আসতে পারেন। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

মহারাষ্ট্রের পুনে জেলার একটি জনপ্রিয় শৈলশহর লোনাভালা। সহ্যাদ্রি পর্বতমালায় অবস্থিত এবং এর যমজ শহর খান্ডালার সঙ্গে মিলে একটি শান্ত ও সুন্দর পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। পুনে থেকে প্রায় ৬৫ কিলোমিটার এবং মুম্বই থেকে প্রায় ৮৩ কিলোমিটার দূরে। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এককথায় অসাধারণ। পাশাপাশি রয়েছে ঐতিহাসিক গুরুত্ব। কুয়াশা-মাখা ছোট-বড় পাহাড়, স্বাস্থ্যকর জলবায়ু, মনোরম জলপ্রপাত, প্রাচীন গুহা, নির্মল হ্রদ এবং দুর্দান্ত দৃশ্য পর্যটকদের আকৃষ্ট করে।

লোনাভালা এবং আশেপাশের অঞ্চলটি খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে একটি বিশিষ্ট বৌদ্ধ কেন্দ্র ছিল। ফলে বেড়াতে গেলে বেশ কয়েকটি প্রাচীন বৌদ্ধ পাথর-কাটা গুহা এবং মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। জানা যায়, জায়গাটা প্রথমে মারাঠা সাম্রাজ্যের অধিপতি ছত্রপতি শিবাজি শাসন করেছিলেন। যদিও পরবর্তী সময়ে এটি পেশোয়া শাসকদের নিয়ন্ত্রণে আসে, যাঁরা দ্বিতীয় মারাঠা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারপর ব্রিটিশরা পেশোয়াদের পরাজিত করার পরে এটি দখল করে নেয়। লোনাভালার কাছেপিঠে আছে বেশ কয়েকটি বেড়ানোর জায়গা। শীতের মরশুমে সপরিবার ঘুরে আসা যায়।

অন্যতম দর্শনীয় স্থান লোনাভালা হ্রদ। অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। পরিবেশ শান্ত ও মনোরম। এই হ্রদ ইন্দ্রায়ণী নদীর উৎসস্থল। হ্রদের তীরে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি দেখা যায়। পাশাপাশি দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের প্রাণী। সারা বছর বহু পর্যটক আসেন। সময় কাটিয়ে যান। ঘুরে বেড়ান হ্রদের চারধারে।

লোনাভালা হ্রদ

বহু মানুষ ঘুরে দেখেন ভূশি জলাধার। লোনাভালা রেলওয়ে স্টেশন থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বিশাল এই জলাধার পর্যটকদের জন্য এবং মুম্বই এবং পুনেতে বসবাসকারী লোকদের জন্য সপ্তাহান্তে বেড়ানোর অন্যতম সেরা গন্তব্য। দর্শকদের বিস্মিত করে। সারা বছর বহু পর্যটক ভূশি জলাধার দেখার জন্য আসেন।

ভাজা গুহা

মারাঠা সাম্রাজ্যের আরেকটি জনপ্রিয় ঐতিহাসিক স্থান তিকোনা ফোর্ট। পর্যটকদের পাশাপাশি স্থানীয়দের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০৬৬ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। দুর্গটি ত্রিভুজাকার হওয়ার কারণে এমন নামকরণ। মুঘল যুগে দুর্গটি সম্রাটের দখলে চলে যায়। কিন্তু শিবাজি মহারাজ ১৬৭০ সালে পুনরুদ্ধার করেন এবং তারপরে তিকোনা ফোর্ট সম্ভাজি মহারাজের রাজত্বকাল পর্যন্ত মারাঠাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

ঘুরে দেখা যায় টাইগারস লিপ। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬৫০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অসাধারণ। সারা বছর বহু পর্যটক জায়গাটা দেখার জন্য আসেন। টাইগারস লিপ নামকরণের কারণ পাহাড়ের আকৃতি অনেকটা লাফ দেওয়া বাঘের মতো। অ্যাডভেঞ্চার পছন্দ করেন যাঁরা, তাঁদের জন্য আদর্শ জায়গা। অনেকেই ট্রেকিং এবং হাইকিংয়ের জন্য আসেন। এখানে আছে একটি ইকো পয়েন্ট এবং একটি ছোট জলের স্রোত। সবুজ প্রকৃতির কোলে নানা সময় জমে ওঠে পিকনিক।

দারুণ জায়গা ডিউকের নোজ। এই পয়েন্ট থেকে দেখা যায় খান্দালা ঘাটের অত্যাশ্চর্য দৃশ্য। স্থানীয়ভাবে নাগফানি নামে পরিচিত। যার অর্থ কোবরা হুড। মনে করা হয়, ডিউকের নোজ নাম হয়েছে ডিউক অফ ওয়েলিংটন থেকে। মনোরম দৃশ্য, শান্ত পরিবেশ, চারপাশে সবুজ প্রকৃতি জায়গাটিকে একটি জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে করে তুলেছে। পাথুরে ভূখণ্ড এবং সরু ট্রেইলের কারণে এখানে অনেকেই ট্রেকিং, রক ক্লাইম্বিং এবং হাইকিংয়ের জন্য যান।

লোনাভালার ভাজা গুহা জায়গাটা ইতিহাসপ্রেমীদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। একটি জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ হিসাবে চিহ্নিত। ভাজা গুহা পাথর-কাটা গুহাগুলোর একটি সেট। ভারতের প্রাচীনতম গুহার মধ্যে একটি। মনে করা হয়, গুহাগুলো খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় থেকে প্রথম শতাব্দীর। বৌদ্ধধর্মের হীনযান পর্বের অন্তর্গত। কাছেই আছে জলপ্রপাত। অনেকেই স্নান করেন। এই জায়গায় কিছুক্ষণ বেড়ালে মনের মধ্যে অদ্ভুত এক ভাললাগার জন্ম দেয়।

টাইগারস লিপ

কীভাবে যাবেন?

মুম্বই থেকে লোনাভালা যাওয়ার অজস্র ট্রেন রয়েছে। এসি চেয়ার কারের ভাড়া ৩০৫ টাকা থেকে শুরু। এ-ছাড়া বাসেও যেতে পারেন। ভাড়া পড়বে মোটামুটি ৩৮০ টাকা। পুণে থেকেও যাওয়া যায়।

কোথায় থাকবেন?

এখানে বেশ কয়েকটি হোটেল এবং রিসর্ট রয়েছে। থাকা-খাওয়ার কোনও অসুবিধা হবে না। কয়েকদিন থাকার পরিকল্পনা করলে হোটেল রুম বুক করে যাওয়াই ভাল। মহারাষ্ট্রের একটি জনপ্রিয় হিল স্টেশন হওয়ার কারণে লোনাভালা সারা বছরই অসংখ্য পর্যটকেদের আকর্ষণ করে। সপ্তাহান্তে অত্যন্ত জমজমাট থাকে। মুম্বই এবং পুণে শহর থেকে দর্শনার্থীরা ভিড় করেন। আসেন দূরের মানুষেরাও।

তিকোনা ফোর্ট

মাঠে ময়দানে

18 December, 2025 • Thursday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

টি-২০ বিশ্বকাপের আগে শ্রীলঙ্কার ফিল্ডিং কোচ হলেন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তনী শ্রীধর

শেষ ষোলোয় বার্সেলোনা

মাদ্রিদ, ১৭ ডিসেম্বর : কোপা দেল রে টুর্নামেন্টে সহজ জয় পেল বার্সেলোনা। তৃতীয় ডিভিশনের দল গুয়াদালাজারাকে ২-০ গোলে হারিয়ে টুর্নামেন্টের শেষ ষোলোয় জায়গা করে নিয়েছে কাতালান জায়ান্টরা। দুর্বল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রথম দলের প্রায় সব ফুটবলারকেই বিশ্রাম দিয়েছিলেন বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক। শুরু থেকে প্রাধান্য নিয়ে খেলেও, প্রথম গোলের জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে বার্সেলোনাকে। অবশেষে ৭৬ মিনিটে ডিফেন্ডার আন্দ্রেয়াস ক্রিস্টেনসেনের গোলে স্বস্তি ফেরে। ৯০ মিনিটে বার্সার দ্বিতীয় গোলটি করেন মার্কাস র‍্যাশফোর্ড। তবে এদিন দর্শকদের মাঠে ঢোকা নিয়ে নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে ঝামেলার জেরে, ম্যাচ নির্ধারিত সময়ের প্রায় দেড় ঘণ্টা পর শুরু হয়েছিল। যদিও ম্যাচ চালাকালীন নতুন করে কোনও ঝামেলা হয়নি।

নির্বাচক-প্রধান বিক্রমাসিংঘে

কলম্বো, ১৭ ডিসেম্বর : শ্রীলঙ্কার নির্বাচক কমিটির প্রধান হলেন প্রাক্তন ফাস্ট বোলার প্রমোদ বিক্রমাসিংঘে। তাঁর নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি একই সঙ্গে পুরুষ ও মহিলা দল গড়বে। ২০২১-'২৩ তিনি নির্বাচক প্রধান ছিলেন। কিন্তু ২০২৩ বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কা খারাপ ফল করায় তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার আগে সনৎ জয়সূর্য যখন নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন তখন বিক্রমাসিংঘে অন্যতম নির্বাচক ছিলেন। ৫৪ বছরের বিক্রমাসিংঘে ৪০টি টেস্ট ও ১৩৪টি একদিনের ম্যাচ খেলেছেন।

এমবাপেদের টেক্কা দিয়ে বর্ষসেরা ডেম্বেলে

দোহা, ১৭ ডিসেম্বর : ব্যালন ডি'অর জেতার পর এবার ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলারের সম্মান পেলেন উসমান ডেম্বেলে। তাঁর সঙ্গে লড়াইয়ে ছিলেন কিলিয়ান এমবাপে, রাফিনহা, হ্যারি কেনের মতো তারকারা। সবাইকে টেক্কা দিয়ে শেষ পর্যন্ত দ্য বেস্ট ট্রফি জিতলেন ডেম্বেলে।

সব মিলিয়ে ২০২৪-'২৫ মরশুমটা স্বপ্নের মতোই কাটল ডেম্বেলের। পিএসজিকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতানোর পর ব্যালন এবং দ্য বেস্ট ট্রফি জিতলেন ফরাসি তারকা। বাড়তি পাওনা ক্লাবের হয়ে ত্রিমুকুট জয়। সব টুর্নামেন্ট মিলিয়ে ৩৫ গোল করার পাশাপাশি ১৬টি অ্যাসিস্ট! ব্যক্তিগত এবং দলগত-- দু'ভূমিকাতেই ডেম্বেলে চূড়ান্ত সফল। দ্য বেস্ট ট্রফি মুঠোয় নিয়ে তাই আবেগে ভেসে গিয়েছেন পিএসজি তারকা। ডেম্বেলে বলেন, এই ট্রফিটার জন্য সতীর্থদের সবার আগে ধন্যবাদ জানাতে চাই। ব্যক্তিগত এবং দলগতভাবে অসাধারণ একটা বছর কেটেছে।

বর্ষসেরা পুরুষ এবং মহিলা ফুটবলার ডেম্বেলে ও বোনমাতি।

কঠোর পরিশ্রমের পুরস্কার পেলাম। এছাড়া আমি পরিবারের কাছেও কৃতজ্ঞ। পিএসজিকেও ধন্যবাদ। এই ক্লাবে যোগ দেওয়ার পরেই নিজের সেরা ফর্মে ফিরেছি।

এদিকে, ফিফার বর্ষসেরা মহিলা ফুটবলারের পুরস্কার পেয়েছেন স্প্যানিশ তারকা আইতানা বোনমাতি। এই নিয়ে টানা তৃতীয়বার দ্য বেস্ট ট্রফি জিতলেন বোনমাতি। সেরা পুরুষ এবং মহিলা কোচ হয়েছেন যথাক্রমে পিএসজির লুইস এনরিকে ও ইংল্যান্ড জাতীয় দলের সারিনা ভিগমান। বছরের সেরা গোলের সম্মান পেয়েছেন সান্তিয়াগো মঁতিয়েল। তিনি জিতেছেন পুসকাস অ্যাওয়ার্ড। সেরা পুরুষ ও মহিলা গোলকিপারের পুরস্কার জিতেছেন যথাক্রমে জিয়ানলুইজি দোন্নারুমা ও ইংল্যান্ডের হানা হ্যাম্পটন। তবে বর্ষসেরা দলে বার্সেলোনা তারকা রাফিনহার না থাকা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন রাফিনহার স্ত্রীও।

ভোট দিতে পারেননি রোনাল্ডো

দোহা, ১৭ ডিসেম্বর : ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলার বাছাইয়ের ভোটাভুটিতে অংশ নিতে পারেননি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। মঙ্গলবার বর্ষসেরা বেছে নেওয়া হয় উসমান ডেম্বেলেকে। কিন্তু রোনাল্ডোর তাতে কোনও ভূমিকা ছিল না। তিনি কাউকে ভোট দিতে পারেননি।

জাতীয় দলের অধিনায়ক ও কোচেরা প্রতি বছর ফিফার বর্ষসেরাদের বেছে নিতে ভোট দেন। তাদের ভোটেই যেমন এবার নির্বাচিত হয়েছেন ডেম্বেলে। কিন্তু পর্তুগালের জাতীয় দলের অধিনায়ক হওয়া সত্ত্বেও এবার ভোট দিতে পারেননি সিআর সেভেন। তাঁর বদলে পর্তুগালের অধিনায়ক হিসাবে ভোট দেন বার্নার্ডো সিলভা। কেন এমন হল? এই জন্য যে, গত মাসে লাল কার্ডের জন্য তিনি তিন ম্যাচ সাসপেনসনে ছিলেন।

নভেম্বরে আয়ারল্যান্ডের কাছে বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারে ০-২ হেরেছিল পর্তুগাল। সেই ম্যাচে লাল কার্ড দেখেছিলেন ৪০ বছরের রোনাল্ডো। এর ফলে তাঁকে সাসপেনসনের মুখে পড়তে হয়েছিল। রোনাল্ডো পরের ম্যাচে আর্মেনিয়ার বিরুদ্ধে খেলেননি। পর্তুগাল সেই ম্যাচ ৯-১ গোলে জিতেছিল। তাঁর সাসপেনসন অবশ্য ঝুলে রয়েছে তিনি আবার কোনও অপরাধ করেন কিনা সেটা দেখার জন্য। করলেই সাসপেনসনের কবলে পড়বেন। এদিকে, সিলভার হাতে ক্যাপ্টেন্স আর্মব্যান্ড উঠে যাওয়ায় তিনিই শেষপর্যন্ত ভোট দিয়েছেন।

সিলভা দুটি ভোট দেন বর্ষসেরার জন্য ম্যান সিটির সতীর্থ ভিতিনা ও দ্বিতীয় স্থানের জন্য পিএসজি ও পর্তুগালের নুনো গোমেজকে। রোনাল্ডো অবশ্য সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকবার ব্যক্তিগত খেতাবের বিরুদ্ধে মত দিয়েছেন। ফলে ভোট দিতে পারলে তাঁর কি ভূমিকা হত তা নিয়ে কৌতূহল রয়েছে অনেকের।

জয় দিয়ে শুরু সাত্ত্বিকদের

হাংঝউ : বিডব্লুএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুর ফাইনালসে জয় দিয়ে শুরু করলেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রাংকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠি। বুধবার ভারতীয় ডাবলস জুটি পিছিয়ে পড়েও ১২-২১, ২২-২০, ২১-১৪ গেমে দুরন্ত জয় ছিনিয়ে নেন সাত্ত্বিক ও চিরাগ। এদিন সাত্ত্বিকদের প্রতিপক্ষ ছিলেন চিনা জুটি ওয়াং চেং ও লিয়াং উইকেং। প্রথম গেম হেরে গেলেও, দারুণভাবে পরের দুটো গেম জিতে ম্যাচ পকেটে পুরে নেন সাত্ত্বিক ও চিরাগ।

অ্যাডিলেডে জকো

অ্যাডিলেড, ১৭ ডিসেম্বর : অ্যাডিলেড ইন্টারন্যাশনাল এটিপি ২৫০ টুর্নামেন্ট দিয়েই নতুন বছর শুরু করবেন নোভাক জকোভিচ। ১২ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে এই টুর্নামেন্ট। চলবে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত। মরশুমের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রস্তুতি হিসাবেই অ্যাডিলেড ওপেনে খেলবেন ৩৮ বছর বয়সী জকোভিচ।

সার্ব টেনিস তারকা তিন বছর পর ফের অ্যাডিলেডের কোর্টে র‍্যাকেট হাতে নামবেন। এর আগে মাত্র দু'বার এই টুর্নামেন্ট খেলেছেন জকোভিচ। ২০০৭ এবং ২০২৩ সালে। দু'বারই তিনি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। জকোভিচের মতো তারকা ফের টুর্নামেন্ট খেলবেন, তাতে উচ্ছ্বসিত অ্যাডিলেড ওপেনের আয়োজকেরাও। এই বছরটা ভাল কাটেনি জকোভিচের। প্রতিটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের সেমিফাইনালে পৌঁছেও ট্রফি অধরাই থেকে গিয়েছে। ফলে কেরিয়ারের ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাবের স্বপ্নটা এখনও অপূর্ণ। ২০২৬ সালকে তাই বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছেন জকো। যেভাবেই হোক, অন্তত আরও একটা গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাব জিততে মরিয়া সার্ব টেনিস তারকা।

বিশ্বকাপে টিকিটের দাম অনেক কমল

ওয়াশিংটন, ১৭ ডিসেম্বর : তুমুল বিক্ষোভের মুখে পিছু হঠতে বাধ্য হল ফিফা। নিটফল, একধাক্কায় অনেকটাই কমল ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিটের দাম। যদিও সেই টিকিট ফিফা তুলে রাখছে নির্দিষ্ট সংখ্যক দর্শকদের জন্য।

আগামী বছর আমেরিকা, মেক্সিকো ও কানাডায় হবে ফুটবল বিশ্বকাপ। ফিফা বিশ্বকাপ টিকিটের সর্বনিম্ন দাম রেখেছিল ভারতীয় মুদ্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা! যা নিয়ে শুরু হয়েছিল প্রবল বিক্ষোভ। কীভাবে সাধারণ দর্শকরা এত দাম দিয়ে টিকিট কিনবেন, তা নিয়েও উঠছিল প্রশ্ন। শুরু হয়েছিল প্রবল সমালোচনা। বিক্ষোভের মুখে পড়ে কিছুটা হলেও পিছু হটেছে বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো জানিয়েছেন, আমেরিকার মাটিতে বিশ্বকাপের যে-ক'টি ম্যাচ হবে, সেই ম্যাচের সর্বনিম্ন টিকিটের দাম কমিয়ে ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার (৫,৪২০ হাজার) করা হয়েছে।

ফিফা প্রেসিডেন্ট আরও জানিয়েছেন, এই টিকিট অবশ্য সবার জন্য নয়। সেই টিকিট রাখা হয়েছে 'একনিষ্ঠ' সমর্থকদের জন্য। অর্থাৎ যে সমর্থকেরা বেশ কয়েকটি বিশ্বকাপে নিজের প্রিয় দলের ম্যাচ দেখতে গিয়েছেন। অথবা খেলা দেখার জন্য শেষ সম্বলটুকুও বিক্রি করে দিতে পারেন, তাঁদের চিহ্নিত করবে ফিফা। তাঁরাই পাবেন এই বিশেষ টিকিট। প্রতিটি ম্যাচে দু'দলের ৪০০ থেকে ৭৫০ জন সমর্থকদের এই কম দামের টিকিট দেওয়া হবে। এই সমর্থকদের জন্য প্রত্যেক স্টেডিয়ামে আলাদা করে জায়গা রাখা হবে। যার নাম সাপোর্টার এন্ট্রি টায়ার। বাকিরা এই কম দামের টিকিট পাবেন না।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মেসি-র ভারত সফর নিয়ে ক্ষোভ হাবাসের। বললেন, ভারতীয় ফুটবলের দুর্দিনের খবর জানলে মেসি আসত না

মাঠে ময়দানে

18 December, 2025 • Thursday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
বৃহস্পতিবার

নির্বাসিত মোহনবাগান সঙ্গে বিপুল জরিমানা

ইরানে না যাওয়ার শাস্তি এএফসি-র

প্রতিবেদন : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এ ইরানে খেলতে না যাওয়ায় আগামী দুই মরশুমের জন্য (২০২৭-'২৮ পর্যন্ত) নির্বাসিত মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। ফলে শুভাশিস বসু, জেমি ম্যাকলারেনরা এএফসি প্রতিযোগিতার জন্য যোগ্যতা অর্জন করলেও খেলতে পারবেন না। সঙ্গে ১ লক্ষ ৭৩০ মার্কিন ডলার মূল্যের বিপুল জরিমানাও দিতে হবে মোহনবাগানকে। ভারতীয় মুদ্রায় অঙ্কটা ৯১ লক্ষ টাকার কিছু বেশি। বুধবার এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছে এএফসি-র এথিক্স ও শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি।

অনুশীলনে রবশন।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর ইরানের সেপাহান এসসি-র বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ ছিল মোহনবাগানের। সবুজ-মেরুন ম্যানেজমেন্টের তরফে দাবি করা হয়েছিল, ফুটবলাররা নিরাপত্তাজনিত নিশ্চয়তা না পেলে ইরানে খেলতে যাবেন না। ইরানের পরিবর্তে নিরপেক্ষ ভেনুতে ম্যাচ আয়োজনের জন্য এএফসি-কে চিঠিও দেওয়া হয় মোহনবাগানের তরফে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতের (ক্যাস) দ্বারস্থ হয় ক্লাব। কিন্তু এএফসি সেই দাবিতে কর্ণপাত করেনি। ক্যাসেও বিষয়টি আর এগোয়নি। ইরানে খেলতে না যাওয়ায় এএফসি-র তরফে তখন জানানো হয়েছিল, মোহনবাগানের সব পয়েন্ট কাটা যাবে এবং দলের খেলা সব ক'টি ম্যাচ বাতিল ঘোষণা করা হয়। তখনই কার্যত নিশ্চিত হয়ে যায়, এএফসি প্রতিযোগিতা থেকে মোহনবাগানের সম্ভাব্য নির্বাসন। বাস্তবে সেটাই হল।

এর আগের বারও একই কারণে মোহনবাগান ইরানে খেলতে না যাওয়ায় সেই মরশুমের জন্য এএফসি প্রতিযোগিতা থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল মোহনবাগানকে। কিন্তু দ্বিতীয়বার একই কারণে সেখানে না যাওয়ায় এএফসি এবার কড়া সিদ্ধান্ত নিল। সংশ্লিষ্ট মরশুম থেকে আগেই বহিষ্কার করা হয়েছিল মোহনবাগানকে। এবার বাড়তি আরও দুটো বছর এএফসি প্রতিযোগিতায় নেই আইএসএল চ্যাম্পিয়নরা। যোগ্যতা অর্জন করলেও ২০২৭-'২৮ মরশুম পর্যন্ত মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় খেলতে পারবে না সের্জিও লোবেরার দল। এএফসি-র শাস্তির চিঠি আসার দিন প্রস্তুতিতে খামতি নেই মোহনবাগানের। নতুন কোচ লোবেরার অধীনে শুক্রবার যুবভারতীর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে ডায়মন্ড হারবার এফসি-র বিরুদ্ধে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন জেসন কামিন্সরা।

অসুস্থ যশস্বী হাসপাতালে

পুণে, ১৭ ডিসেম্বর : পেটের অসহ্য যন্ত্রণায় যশস্বী জয়সওয়ালকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হল। মঙ্গলবার সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-২০ ট্রফির ম্যাচে মুম্বইয়ের হয়ে তিনি খেলেন। ১৫ রান করেন। ইনিংসের মাঝেই যশস্বীর পেটে ব্যথা শুরু হয়। ম্যাচের পর অবস্থা খারাপের দিকে যাওয়ায় কোনও ঝুঁকি না নিয়ে তরুণ ওপেনারকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। যদিও ভারতীয় বোর্ডের তরফে ক্রিকেটারের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি। জানা গিয়েছে, গ্যাস্ট্রোএনটেরাইটিসের সমস্যার কারণে যশস্বীকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। তাঁকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। বেশ কিছু শারীরিক পরীক্ষাও করা হয়েছে। চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। তাঁদের পরামর্শমতো ওষুধ খাচ্ছেন। আপাতত কয়েক দিনের বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তাঁকে।

মেসির স্মৃতিচারণায় মূর্তি ও আতিথেয়তা

প্রতিবেদন : কলকাতা এবং যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন দিয়ে শুরু হয়েছিল লিওনেল মেসির ভারত সফর। এরপর হায়দরাবাদ, মুম্বই, দিল্লি হয়ে অনন্ত আম্বানির 'বনতারা' ঘুরে ভারত ছাড়েন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি। ফিরে গিয়ে ভারত সফরের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি ভিডিও ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন বিশ্ব ফুটবলের বরপুত্র। কলকাতার পাওয়া ভালবাসা, আপ্যায়নের কথা নিজের কণ্ঠেই ভিডিওতে জানিয়েছেন মেসি। একইসঙ্গে নিজের ৭০ ফুট দীর্ঘ মূর্তি উন্মোচনের অভিজ্ঞতাও ভিডিওতে শেয়ার করেছেন এলএম টেন।

ভিডিওর শুরুতেই লেক টাউনে বিশালাকার মূর্তি উন্মোচনের দৃশ্য। এরপর রয়েছে শচীন তেন্ডুলকর, করিনা কাপুর, সঞ্জীব গোয়েঙ্কাদের সঙ্গে মেসির সাক্ষাতের মুহূর্ত। তবে বিশৃঙ্খলার কারণে যুবভারতী যে তাঁর হৃদয়ে জায়গা করে নিতে পারেনি, তা নিজেই বুঝিয়ে দিলেন মেসি। ভিডিওতে যুবভারতীর কোনও মুহূর্ত রাখেননি ফুটবলের জাদুকর।

মেসি তাঁর পোস্টে যে ক্যাপশন দিয়েছেন, তাতে কলকাতার উল্লেখ রয়েছে। আটবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী মহাতারকা লিখেছেন, নমস্কার ভারত। দিল্লি, মুম্বই, হায়দরাবাদ ও কলকাতায় আমার সফর ছিল অবিশ্বাস্য। উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য ধন্যবাদ। পুরো সফরে যে আতিথেয়তা ও ভালবাসা পেয়েছি তার জন্যও ধন্যবাদ। আশা করি, ফুটবলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে ভারতে। যুবভারতীর ট্র্যাজেডি বাদ দিলে মেসির বাকি সফর কেটেছে নির্বিঘ্নেই। তাই ভিডিওতে মুম্বই, হায়দরাবাদ এবং দিল্লির অনুষ্ঠানের কথাই বেশি। ছোটদের সঙ্গে মেসির ফুটবল খেলা, গ্যালারিতে বল পাঠানো, দর্শকদের দিকে হাত নেড়ে অভিবাদন গ্রহণ করার মুহূর্তগুলিও ধরা রয়েছে ভিডিওতে।

ইস্টবেঙ্গলের ড্র, শীর্ষে সুন্দরবন

প্রতিবেদন : মেয়েদের সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে নিয়মরক্ষার শেষ ম্যাচ গোলশূন্য ড্র করল ইস্টবেঙ্গল। কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে আয়োজক দল নেপালের আর্মড পুলিশ ফোর্সের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচে কোনও গোল হল না। এই দুই দলই আগামী শনিবার প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলবে। ড্র হওয়ায় অপরাজিত থেকেই ফাইনাল খেলবে ইস্টবেঙ্গল। ফাইনাল শুরুর সময় এক ঘণ্টা এগিয়ে হয়েছে বিকেল ৪.৪৫ মিনিটে।

জোড়া গোল শ্লোকের (ডানদিকে)।

বেঙ্গল সুপার লিগে বুধবার ছিল দু'টি ম্যাচ। নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেড মুখোমুখি হয়েছিল কোপা বীরভূমের। অন্যদিকে, সুন্দরবন অটো বেঙ্গল এফসি-র প্রতিপক্ষ ছিল জেএইচআর রয়্যাল সিটি এফসি। জিতে মাঠ ছাড়ল সুন্দরবন এবং নর্থবেঙ্গল। শ্লোক তিওয়ারির জোড়া গোলে বীরভূমকে ২-১ গোলে হারায় নর্থবেঙ্গল। প্রথম ম্যাচে রয়্যাল সিটিরর কাছে হারের পর এদিন দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়াল বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যর দল। দিনের অন্য ম্যাচে মেহতাব হোসেনের সুন্দরবনের কাছে হেরে গেল রয়্যাল সিটি। খেলার ফল ১-০। সুন্দরবনের একমাত্র গোলটি করেন কাওয়াসি। পরপর দু'টি ম্যাচ জিতে শীর্ষে সুন্দরবন।

আইএসএল আজ বৈঠক

প্রতিবেদন : আইএসএল নিয়ে জট খুলতে বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টায় জরুরি বৈঠক ডাকল কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক। ভার্চুয়ালি এই বৈঠকে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের পাশাপাশি আইএসএলের ক্লাবগুলি এবং ফেডারেশনের প্রতিনিধিও থাকবেন। বুধবার এই জরুরি বৈঠকের জন্য ক্লাবগুলিকে চিঠি পাঠিয়েছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। চিঠিতে সই ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল এম সত্যনারায়নের। চিঠিতে অবশ্য লেখা হয়েছে, কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক এবং এআইএফএফ যৌথভাবে এই মিটিং পরিচালনা করবে। আইএসএল নিয়েই এই বৈঠক। মার্কেটিং স্বত্ব নিয়ে ডামাডোলে ইপিএলের ধাঁচে আইএসএল পরিচালনার প্রস্তাব দিয়েছে মোহনবাগানের নেতৃত্বে আইএসএলের ক্লাবজোট। এখন দেখার, বৃহস্পতিবারের বৈঠকে যাবতীয় জটিলতা কাটে কি না।

কলকাতায় ছ'বছর পর খেলবেন আনন্দ

টাটা স্টিল দাবা

প্রতিবেদন : দীর্ঘ ছয় বছর পর ফের কলকাতায় খেলতে দেখা যাবে বিশ্বনাথন আনন্দকে। আগামী ৭ জানুয়ারি থেকে ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে শুরু হবে টাটা স্টিল চেস টুর্নামেন্ট। প্রতিযোগিতা চলবে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত। পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আনন্দ ছাড়াও টুর্নামেন্টে খেলতে দেখা যাবে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডোম্মারাজু গুকেশ, অর্জুন এরিগাইসি, আর প্রজ্ঞানন্দ, বিদিত গুজরাটি-সহ একঝাঁক ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টারকে। মজার কথা, এঁদের প্রত্যেকেই কোনও না কোনও সময়ে আনন্দের কাছে কোচিং নিয়েছেন।

মেয়েদের বিভাগের মুখ্য আকর্ষণ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দিব্যা দেশমুখ। এছাড়া খেলবেন আর বৈশালী, দ্রোণাভাল্লি হারিকার মতো তারকা দাবাড়ুরা। ওপেন এবং মহিলা বিভাগের পুরস্কার মূল্য সমান থাকছে। খেলা হবে র‍্যাপিড এবং ব্লিৎজ পদ্ধতিতে। টুর্নামেন্টের ডিরেক্টর সর্বভারতীয় দাবা সংস্থার সহ-সভাপতি দিব্যেন্দু বড়ুয়া।

প্রতিযোগিতার সবথেকে বড় আকর্ষণ পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আনন্দ বনাম বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন গুকেশের মগজাস্ত্রের লড়াই। এক বিবৃতিতে আনন্দ বলেছেন, ছ'বছর পর ফের কলকাতায় খেলব ভেবে আমি উত্তেজিত। এর মধ্যে দাবার অনেক পরিবর্তন এসেছে। সারা বিশ্বে, বিশেষ করে ভারতে প্রচুর প্রতিভাবান দাবাড়ু উঠে এসেছে। জুনিয়রদের চ্যালেঞ্জ জানাতে আমিও তৈরি।

সোনা সানিথীর

প্রতিবেদন : ৬৯তম জাতীয় স্কুল সাঁতারে জয়জয়কার বাংলার মেয়েদের। সানিথী মুখোপাধ্যায়, সাগ্নিকা রায়, প্রগতি দাসরা সোনা জয়ের পাশাপাশি মিট রেকর্ডও গড়েছে। সবার সেরা পারফরম্যান্স সানিথীর। সোনা জয়ের হ্যাটট্রিকের পাশাপাশি দু'টি মিট রেকর্ড তার ঝুলিতে। অনূর্ধ্ব ১৪ বালিকা বিভাগে উত্তর ২৪ পরগনার অ্যাডামাস ওয়ার্ল্ড স্কুলের ছাত্রী সানিথী ৫০ ও ১০০ মিটার বাটারফ্লাই এবং ৫০ মিটার ফ্রিস্টাইলে সোনা জেতে।

জয়ী মেয়েরা

প্রতিবেদন : মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৯ ওয়ান ডে ট্রফিতে জয়ের হ্যাটট্রিক বাংলার। বুধবার কেরলকে ২৩ রানে হারিয়েছে বাংলা। প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ৬ উইকেটে ২৬৫ রান তুলেছিল বাংলা। ঈপ্সিতা মণ্ডল ১১৬ বলে ৯৭ রান করেন। এছাড়া শিবাংশীর অপরাজিত ৪৮ এবং প্রতিভা মাণ্ডির ৪৩ রান উল্লেখযোগ্য। এরপর ৪৯.৪ ওভারে ২৪২ রানে গুটিয়ে যায় কেরল। প্রতিভা ও জাহ্নবী পাসোয়ান ৪টি করে উইকেট দখল করেন।

ভারতের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজের জন্য শ্রীলঙ্কার মহিলা দলের খেলোয়াড়দের নাম ঘোষিত হল। নেতৃত্ব দেবেন চামারি আতাপাত্তুই

বরুণের কীর্তি

■ দুবাই : নজির গড়ে আইসিসি টি-২০ বোলারদের ক্রমতালিকার শীর্ষস্থান ধরে রাখলেন বরুণ চক্রবর্তী। বুধবার প্রকাশিত তালিকার এক নম্বরে থাকা বরুণের রেটিং পয়েন্ট ৮১৮। যা ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ রেটিংয়ের নতুন রেকর্ড। বরুণ টপকে গিয়েছেন জসপ্রীত বুমরাকে। ২০১৭ সালে ৭৮৩ রেটিং পয়েন্ট পেয়েছিলেন বুমরা। যা এতদিন টি-২০ ক্রমতালিকায় ভারতীয় বোলারদের সর্বোচ্চ রেটিং পয়েন্ট ছিল। এদিকে, সদ্য-প্রকাশিত তালিকায় বরুণের পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছেন যথাক্রমে নিউজিল্যান্ডের জেকব ডাফি এবং আফগানিস্তানের রশিদ খান। প্রথম দশে বরুণ ছাড়া আর কোনও ভারতীয় বোলার নেই।

সরফরাজ-বার্তা

■ মুম্বই : আইপিএলের মিনি নিলামে তাঁকে ন্যূনতম মূল্য ৭৫ লক্ষ টাকায় কিনেছে চেন্নাই সুপার কিংস। ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে ফিরতে পেরে উৎফুল্ল সরফরাজ খান। দীর্ঘদিন ধরেই ঘরোয়া ক্রিকেটে ঝুড়ি-ঝুড়ি রান করে নিজেকে প্রমাণ করে চলেছেন ডানহাতি ব্যাটার। এবার সেই লড়াইয়ের পুরস্কার পেলেন। চেন্নাই সুপার কিংসের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সোশ্যাল মিডিয়াতে সরফরাজ লিখেছেন, নতুন জীবন দেওয়ার জন্য সিএসকে-কে অসংখ্য ধন্যবাদ। নিলামে প্রথম দফায় অবিক্রিত ছিলেন সরফরাজ। শেষলগ্নে তাঁকে কিনে নেয় চেন্নাই।

নেই বার্নস

■ রোম : তাঁর নেতৃত্ব প্রথমবার টি-২০ বিশ্বকাপের মূলপর্বে উঠেছে ইতালি। অথচ সেই জো বার্নসকে আসন্ন বিশ্বকাপে দেখা যাবে না। ইতালীয় ক্রিকেট সংস্থা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বিশ্বকাপ স্কোয়াডে বার্নসকে রাখা হবে না। তাঁর বদলে দলকে নেতৃত্ব দেবেন ওয়েন ম্যাডসেন। প্রসঙ্গত, ৩৬ বছর বয়সি বার্নস জন্মসূত্রে অস্ট্রেলীয়। ক্যাঙারু বাহিনীর হয়ে ২৩টি টেস্ট, ৬টি ওয়ান ডে এবং ৮টি টি-২০ খেলেছেন। অবসরের পর তিনি ফিরে আসেন পূর্বপুরুষদের দেশে ইতালিতে। জায়গা করে নেন ইতালি জাতীয় দলেও। বিশ্ব ক্রিকেটের মানচিত্রে ইতালির উত্থানের পিছনে বড় ভউমিকা ছিল বার্নসের।

কুয়াশা আর ধোঁয়াশায় ম্যাচ বরবাদ লখনউয়ে

আলো জ্বললেও আম্পায়ারদের মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। এমনই পরিস্থিতি ছিল একানা স্টেডিয়ামে। বুধবার।

লখনউ, ১৭ ডিসেম্বর : প্রতিকূল আবহাওয়ায় বুধবার চতুর্থ টি-২০ ম্যাচ বাতিল হল লখনউয়ে। কুয়াশা ও ধোঁয়াশায় দৃশ্যমানতা এত কমে গিয়েছিল যে, আম্পায়াররা দফায় দফায় মাঠ পরিদর্শন করেও খেলা শুরুর সংকেত দিতে পারেননি। এর ফলে লখনউ ম্যাচ যেমন বাতিল হল, তেমনই টি-২০ সিরিজও একই জায়গায় থেকে গেল। ধর্মশালার জয়ের ফলে ভারত এখন ২-১ এগিয়ে। এরপর শুক্রবার আমেদাবাদে পঞ্চম ম্যাচে জিতলে ব্যবধান বাড়বে। আর সূর্যরা হেরে গেলে সিরিজ বড় জোর ড্র হবে, হাতছাড়া অন্তত হবে না!

বৃষ্টি নয়, আলো কমে আসারও কোনও অভিযোগ নেই। রাতের ম্যাচে সেটা হবেই বা কেন? তার পরও লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামে দর্শকেরা সেই বিকেল থেকে হা-পিত্যেশ করে বসে ছিলেন খেলার অপেক্ষায়। কেন এই অবস্থা? এইজন্য যে ফগ আর স্মগ ততক্ষণে জাঁকিয়ে বসেছে স্টেডিয়ামের উপর। উত্তর ভারতে রাতের ম্যাচে শিশির সমস্যা করবে জানা কথা। কিন্তু বুধবার এর দোসর হয়েছিল দূষণ। দিল্লি এই সমস্যার মধ্যে রয়েছে অনেকদিন। পার্শ্ববর্তী লখনউ তাহলে আর বাদ যায় কেন!

আম্পায়াররা কয়েক দফায় পরিস্থিতি দেখেছেন। কিন্তু তখন পরিস্থিতি এমন ছিল যে মাঠের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আরেক প্রান্ত দেখা যাচ্ছে না। ঘাস থেকে শিশির মোছা হল অনেকবার। কিন্তু সমস্যা ওখানে ছিলই না। কুয়াশা আর ধোঁয়াশায় পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত রাত সাড়ে নটায় ম্যাচ বাতিল ঘোষণা হয়।

এদিকে, যে শুভমনের খেলা নিয়ে এত প্রশ্ন, তিনি কিন্তু ম্যাচের আগেই পায়ে চোট নিয়ে ছিটকে গিয়েছিলেন। এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ইডেন টেস্টে ঘাড়ে চোট পেয়ে তিনি বাইরে চলে গিয়েছিলেন। পরে একদিনের সিরিজে খেলতে পারেননি। এখন যা পরিস্থিতি তাতে আমেদাবাদেও তিনি খেলতে পারবেন কিনা সন্দেহ। নেটে ব্যাট করার সময় পায়ের পাতায় বল লেগেছিল সহ-অধিনায়কের। কিন্তু সাংঘাতিক কোনও চোট মনে হচ্ছে না। সঞ্জু স্যামসনকে বাইরে পাঠিয়ে তাঁকে শুরুতে খেলানো হচ্ছে বলে সমালোচনা হচ্ছে। শুভমন আপাতত তাতে কিছুটা রিলিফ দিলেন! খেলা হলে হয়তো সঞ্জুই খেলতেন।

খেলা শুরু হওয়ার কথা ছিল সাতটায়। কিন্তু পরিস্থিতি বুঝে আম্পায়াররা টস পিছিয়ে দেন। তারপর থেকে বারবার শুধু ইন্সপেকশন। কিন্তু পরিস্থিতির বিশেষ বদল হয়নি। আসলে দিনের বেলা হলে সূর্য উঠলে কুয়াশা চলে যায়। কিন্তু রাতের খেলা বলে সেই সুযোগও ছিল না। পরে আবার উইকেট ঢেকে দিতে হয়েছিল কম্বল দিয়ে।

ধোনির এটাই শেষ আইপিএল: উথাপ্পা

অভিজ্ঞতা ছেড়ে তারুণ্যে জোর সিএসকের

মুম্বই, ১৭ ডিসেম্বর : আইপিএলে এটাই মহেন্দ্র সিং ধোনির শেষ বছর। নিশ্চিত করলেন প্রাক্তন সতীর্থ রবিন উথাপ্পা। তিনি বলেছেন, দেওয়াল লিখন পড়তে পারছি। ধোনি এরপর আর খেলবে না। আর কোনও জল্পনার অবকাশ নেই। এটাই ওর শেষ আইপিএল।

প্রতিটি আইপিএলের আগে ধোনির ভবিষ্যৎ নিয়ে চর্চা হয়। প্রতিবারই প্রশ্ন ওঠে তিনি কি পরের বছর খেলবেন? তবে এবার পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন। একে তো তাঁর বয়স আরও এক বছর বেড়েছে, তার উপর হাঁটু অস্ত্রোপচারের পরও ফিটনেস কমের দিকে। ধোনি অবশ্য এখন শুধু আইপিএলই খেলেন। এজন্য অনেক আগে থেকে প্রস্তুতি শুরু করে দেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

কিন্তু এবার ছবিটা একটু অন্যরকম। সিএসকে জাদেজার মতো সিনিয়রকে ছেড়ে দিয়েছে। ছেড়েছে রাচিন রবীন্দ্র, মাথিসা পাথিরানাকেও। তার বদলে তারুণ্যের দিকে ঝুঁকেছে তারা। উইকেটের পিছনে ধোনির বিকল্প হিসাবে নেওয়া হয়েছে সঞ্জু স্যামসনকে। জিও হটস্টারে উথাপ্পা বলেছেন, পাঁচবারের আইপিএল জয়ী দল বরাবর অভিজ্ঞতায় বিশ্বাস করেছে। কিন্তু এবার তারা তারুণ্যে ভরসা রাখছে। তাই প্রশান্ত বীর ও কার্তিক শর্মার মতো তরুণকে বড় অঙ্কে কিনেছে।

উথাপ্পা বলেছেন, যেভাবে সিএসকে এবার নিলামে তরুণদের দিকে ঝুঁকেছে তাতে একটা বার্তা স্পষ্ট। ওরা নতুনদের তুলে আনতে চাইছে। তাদের তৈরি করে ফ্র্যাঞ্চাইজিতেই রেখে দিতে চায়। ৪৪-এর ধোনিকে মাত্র ৪ কোটিতে রেখে দিয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। গত বছর ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ের চোট লাগায় তিনি সিএসকের নেতৃত্ব দিয়েছেন। এবার দায়িত্ব আবার ঋতুরাজের। তবে উথাপ্পা মনে করেন, খেলা ছেড়ে দেওয়ার পরও ধোনি সিএসকের সঙ্গে জড়িয়ে থাকবেন। তাঁর কথায়, আমরা সবই জানি যে ধোনি না খেললেও সিএসকের মেন্টর হিসাবে থেকে যাবে। তবে এই বছর ও প্লেয়ার কাম মেন্টর হিসাবে থাকবে।

ক্যারির সেঞ্চুরিতে স্বস্তি অস্ট্রেলিয়ার

অ্যাডিলেড, ১৭ ডিসেম্বর : বন্ডি বিচে বন্দুকবাজের হামলার জের। বেনজির নিরাপত্তার ঘেরাটোপের মধ্যে বুধবার শুরু হল অ্যাসেজের তৃতীয় টেস্ট। গোটা মাঠ ছিল বন্দুকধারী পুলিশের দখলে। হামলায় নিহতদের প্রতি শোকে কালো আর্ম ব্যান্ড পরে খেলেছেন অস্ট্রেলিয়া আর ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা। এমন নিরাপত্তার আবহে অ্যাডিলেডে দুরন্ত সেঞ্চুরি হাঁকালেন অ্যালেক্স ক্যারি। তাঁর শতরান এবং উসমান খোয়াজার হাফ সেঞ্চুরির সুবাদে প্রথম দিনের শেষে ৮ উইকেটে ৩২৬ রান তুলেছে অস্ট্রেলিয়া।

খোয়াজার তো এই টেস্টে খেলারই কথা ছিল না! কিন্তু শেষ মুহূর্তে অসুস্থতার জন্য ছিটকে যান স্মিথ। তাঁর মাথা ঘুরছিল। একই সঙ্গে বমিও পাচ্ছিল। ফলে অপ্রত্যাশিতভাবে সুযোগ পেয়ে যান খোয়াজা। এদিকে, ২৪ ঘণ্টা আগেই আইপিএল নিলামে সবথেকে বেশি দর পাওয়া বিদেশি ক্রিকেটারের নজির গড়া ক্যামেরন গ্রিন মাত্র দু'বল খেলে শূন্য রানে আউট হন!

টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে, স্কোরবোর্ডে ৯৪ রান তুলতে না তুলতেই ৪ উইকেট খুইয়ে বসেছিল অস্ট্রেলিয়া। ট্রাভিস হেড (১০), জেক ওয়েদেরাল্ড (১৮), মার্নাস লাবুশেন (১৯), গ্রিন (০)— কেউই রান পাননি। জোফ্রা আর্চার একাই তিন উইকেট শিকার করে অস্ট্রেলীয়দের চাপে ফেলে দিয়েছিলেন। ওই পরিস্থিতিতে জুটি বাঁধেন খোয়াজা ও ক্যারি। পঞ্চম উইকেটে ৯১ রান যোগ করে পরিস্থিতি সামাল দেন দু'জনে। ১২৬ বলে ৮২ রান করে খোয়াজা আউট হন। ক্যারি অবশ্য ব্যক্তিগত শতরান পূর্ণ করেই প্যাভিলিয়নে ফিরেছেন। তিনি ১৪৩ বলে ১০৬ রানের লড়াকু ইনিংস খেলেছেন। অ্যাডাম গিলক্রিস্ট, ইয়ান হিলি ও ব্র্যাড হাডিনের পর অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ উইকেটকিপার হিসাবে অ্যাসেজে সেঞ্চুরি করলেন ক্যারি। কয়েক মাস আগেই প্রয়াত বাবাকে সেঞ্চুরি উৎসর্গ করেছেন ক্যারি।

স্মিথ নেই, ব্যর্থ গ্রিন, অস্ট্রেলিয়াকে টানলেন ক্যারি।

আউট হওয়ার আগে জশ ইংলিশের (৩২) সঙ্গে ষষ্ঠ উইকেটে ৫৯ রান যোগ করেন ক্যারি। এরপর প্যাট কামিন্সের (১৩) সঙ্গে ২৭ এবং মিচেল স্টার্কের (অপরাজিত ৩৩) সঙ্গে ৫০ রানের জুটি গড়ে দলের রানকে তিনশোর গণ্ডি পার করিয়ে দেন। দিনের শেষে স্টার্কের সঙ্গে শূন্য রানে নট আউট রয়েছেন নাথান লিয়ন। ইংল্যান্ডের সেরা বোলার আর্চার (৩/২৯)। দু'টি করে উইকেট পেয়েছেন ব্রাইডন কার্স ও উইল জ্যাক।